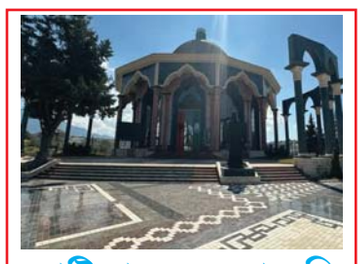

ভ্যাটিকানের মতো সুফি মুসলিদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হচ্ছে আলবেনিয়ায়

সারে-জমিন

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে অবরোধ

রূপসী বাংলা

সাম্প্রদায়িকতা: শাসনের কৌশল ও শোষণের হাতিয়ার

সম্পাদকীয়

শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ

রবি-আসর

৬ বছর পর ইনিংস হারের আশঙ্কা নিউজিল্যান্ডের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৩ আশ্বিন ১৪৩১
২৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 265 ■ Daily APONZONE ■ 29 September 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

বর্ধমান মেডিক্যালে রহস্য মৃত্যু ডা. মোবারকের

জুনিয়র ডাক্তার ‘খুনের’ ন্যায়বিচার আজও অধরা!

২০২১ সালের ১১ আগস্টের রাতে সিনিয়ররা হাউস স্টাফ ডাক্তার মোবারক হোসেনকে (২৩) ডিনারের আমন্ত্রণ জানান। সেদিন ভোরেই কলেজ হস্টেলের নীচে পড়ে থাকতে দেখা যায় মোবারকের নিথর দেহ। মোবারকের পরিবার খুনের অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্ত দাবি করলেও দেওয়া হয় সিআইডি তদন্ত। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও আজও কিনারা হয়নি। তবে, আরজি কর আন্দোলনের পর আশার আলো দেখছে তার পরিবার।

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র মেধাবী ছোট ছেলেকে নিয়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া। প্রথম জীবনে পান-বিড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বগপুর পঞ্চায়েতের শাহজাদপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ হাজিফুল ইসলাম। তার তিন সন্তানকে বড় করতে কম বেগ পেতে হয়নি। শেষমেষ চাষের জমিও বিক্রি করতে হয়।

পরবর্তীতে মুদি দোকান করেন হাজিফুল ইসলাম। ছোট ছেলে শেখ মোবারক হোসেন অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় অর্ধেক খরচে আল-আমীন মিশনে পড়াশোনার সুযোগ পান। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় চলতি বছরেই ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পান ছেলে মোবারক। স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছেও কার্যত পূরণ হওয়ার পথে এগিয়ে চলে। এমবিবিএস পাস করার পর ইন্টার্নশিপে পাওয়া স্টাইপেন্ডের টাকার একাংশ বাড়িতে পাঠানো শুরু করে মোবারক। হাসি ফুটতে থাকে পরিবারের সদস্যদের মুখে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ৫ তারিখে হাউস স্টাফ ডাক্তার হিসাবে নিয়োগের কাউন্সিলিং হয় ডা. মোবারক হোসেনের। ওই মাসেই ১৬ই আগস্ট তার জয়েনিং ছিল বর্ধমান মেডিকেল কলেজেই। কিন্তু ১১ই আগস্ট রাতে সবকিছুই যেন তছনছ হয়ে গেল। ছেলের মৃত্যু হল। কি কারনে মৃত্যু হল? কারা মারল? সবটাই আজও অজানা। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে টেলিফোন আপনজন প্রতিনিধিকে এ ঘটনা বলতে বলতে কার্যত স্মৃতি কাতর হয়ে পড়েন ডা. শেখ মোবারক হোসেনের পিতা শেখ হাজিফুল ইসলাম। নিহত ডাক্তারি পড়ুয়ার পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১১ আগস্টের রাতে সিনিয়ররা তাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানান। সেদিন ভোরেই কলেজ হস্টেলের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ছাত্র শেখ মোবারক হোসেনকে (২৩)। ভোরে রক্তাক্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, তখন পরণে অন্তর্বাসটুকু ছিল। মোবারকের এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি তার পরিবার। তারা ঘটনার বিচার চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডা. মোবারক হোসেনের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ পরিবারের। পিতা শেখ হাজিফুল ইসলাম আরও বলেন, ‘বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে সরাসরি খবরও দেয়নি। হাসপাতালের এক পড়ুয়া মারফত খবর পাই– মোবারক হাসপাতালে ভর্তি। গিয়ে দেখি মারা গিয়েছে। আমি জানতে চাই কী করে এটা হল? ওরা বলেছিল রাতে পার্টি করেছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করি। বলি ওকে খুন করা হয়েছে। আঘাতের চিহ্ন ছিল শরীরে।’ নিহত ডাক্তারের বাবা ‘আপনজন’কে আরও জানান, যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মদ্যপানের প্রমাণ মেলেনি। তিন তলা থেকে মোবারকের পড়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও, শরীরের সব হাড় অটুট ছিল। তিনি বলেন, ‘‘আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে ছেলেকে খুন করা হয়েছে।’’ ঘটনার পর থেকে তিন বছর কেটে গেলেও ছেলের মৃত্যুর বিচার পাননি বাবা শেখ হাজিফুল ইসলাম। মৃত জুনিয়র ডাক্তারের পিতা বলেন, ‘আমরা ছেলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে মামলা করি। সেই মামলায় তারিখের পর তারিখ পড়ে, আজও ঠিকঠাক শুনানি হয় না। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ সিআইডি’র ওপর তদন্তভার দেয়। আমরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সিবিআই তদন্ত চেয়ে আবেদন জানাই। গত এপ্রিল মাসে শেষ শুনানি হয়।’ বিচার তো দূরের কথা তদন্ত প্রক্রিয়ার গতিপথ নিয়েও বর্তমানে স্পষ্ট ধারণা নেই পুত্রহারা অসহায় পরিবারের। ‘বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ছেলের কিভাবে মৃত্যু হল কারা মারল সেটাই এখনও স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম না’ আক্ষেপ প্রকাশ করে নিহত জুনিয়র ডাক্তারের পিতা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তবে আরজি কর কাণ্ডের আবহে ডা. মোবারক হোসেনের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে চিকিৎসক সংগঠন মোবারকের পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস’র অন্যতম নেতা ডা. সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, মোবারকের পরিবার যদি মনে করে বিচারের দাবিতে পুনরায় আইনি লড়াই লড়বেন, তাহলে আমরা সাথে আছি। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ডাক্তার সংগঠনের পক্ষ থেকে সুবর্ণ গোস্বামী ‘আপনজন’কে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন কোথায়, মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে দুবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের কথাই বলেছেন। তবে ওই পরিবার বিচার পাওয়ার জন্য আইন পথে বা কোন প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চাইলে আমাদের সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন ওই পরিবারের পাশে থাকবে, সহায়তা করবে। যেসময়ে জুনিয়র ডাক্তারের মৃত্যু হয় সেই সময় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সুহৃতা পাল। তিনি চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন একাধিক অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে আছে। উনি সিন্ডিকেটের মাথা ছিলেন। পাশাপাশি সে সময়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের বেতাজ বাদশা ছিলেন অভিক দে। ফলে যে কোন কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব। অতএব মোবারকের পরিবার যে প্রশ্নগুলো তুলছে সেগুলো আমাদেরও প্রশ্ন। তাই পরিবার যদি মনে করে নতুনভাবে আইনি লড়াই শুরু করবে আমরা তাদের পাশে আছি। সর্বতোভাবে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াব।’ তবে নিহত জুনিয়র ডা. মোবারক হোসেনের পিতা শেখ হাজিফুল ইসলাম বলেন, ‘আইনি লড়াই লড়বার জন্য আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই। ছেলের মৃত্যুর পরও কোনরকম সরকারি আর্থিক সহযোগিতাটুকুও পাইনি। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর একবার করে স্ট্রোক হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ খেতে হয়। বড় ছেলের সামান্য রোজগার। সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। তবে আইনি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ডাক্তার সংগঠনসহ সকলে যদি পাশে দাঁড়ায় তাহলে আমার পুত্রের ন্যায়বিচার পেতে পারি।’ একই সঙ্গে তিনি আরজি করের তিলোত্তমার ন্যায়বিচারও চান।

একসময় পান-বিড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা মোবারকের বাবা ও মা আজও ইনসাফের অপেক্ষায়।

> ওই পরিবার বিচার পাওয়ার জন্য আইন পথে বা কোন প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চাইলে আমাদের সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন ওই পরিবারের পাশে থাকবে, সহায়তা করবে। যেসময়ে জুনিয়র ডাক্তারের মৃত্যু হয় সেই সময় বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সুহৃতা পাল তিনি চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। উনি সিন্ডিকেটের মাথা ছিলেন। সেখানকার বেতাজ বাদশা ছিলেন অভিক দে। ফলে যে কোন কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব।

ডা. সুবর্ণ গোস্বামী
কর্ণধার, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন

বসিরহাটে প্রিয়দর্শিনী হাকিমের প্রার্থীপদ ঠেকাতেই কি ওএসডির বিরুদ্ধে ‘পরিকল্পিত’ অভিযোগ?

ফিরহাদের পদত্যাগ করার ইচ্ছা মানলেন না মমতা

বিশেষ প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অফিস কর্মী দলেরই অন্যতম সৈনিক ফিরহাদ হাকিমের ওএসডির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানোয় বিষয়টি ভাল ভাবে নিলেন না কলকাতার মেয়র। তিনি ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তার ওএসডির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তাকে জানালে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারতেন। সেই ক্ষোভ প্রকাশের আরও বহির্প্রকাশ ঘটল। সূত্রের খবর, ফিরহাদ হাকিম এই ঘটনায় এতটাই মর্মাহত হয়েছেন যে, তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মন্ত্রী এবং মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদিও ফিরহাদের সেই আবেদনে সাড়া দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ তোলা হয় ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। আর সেই অভিযোগটা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৫ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের এক কর্মী অয়ন ঘোষ দস্তিদার। তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বেরকাছে কিংবা ফিরহাদ হাকিমের কাছে নালিশ না জানিয়ে সরাসরি ফিরহাদের ওএসডি কালীচরণের নামে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

এমনিতেই দলের কর্মী মধ্যে গুঞ্জন ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের দূরত্ব রয়েছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠলেও দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ফিরহাদ হাকিমকে তেমন কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। কিন্তু তার ওএসডির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তাকে না জানিয়ে অভিষেকের অফিস কর্মী সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি যে এই ঘটনায় অসন্তুষ্ট তা নিয়ে আগেই অভিমানের সুরে বলেছিলেন, তার ওএসডির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তাকে একবার জানালে পারতেন।

এই বিষয়টি নিয়ে জল অনেকটা দূর গড়াতে চলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। ফিরহাদ হাকিম এই ঘটনায় এতটাই অপমানিত হয়েছেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে, এ বিষয়ে দলনেত্রীর কাছে আরও কিছু বলেছেন কিনা কিংবা কারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি।

জানা গেছে, তদন্ত হলে যেকোনও ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন ফিরহাদ হাকিম।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম কিছু পদক্ষেপ নেন। তার মধ্যে অন্যতম হল, ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, এতদিন মেয়রের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসতেন তারা প্রথমে মেয়রের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় চূড়ান্ত করতেন। এবার থেকে সেই কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে মেয়রের দুই অ্যাসিস্ট্যান্টের উপর। তারা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তারাই মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চূড়ান্ত করবেন।

যদিও ফিরহাদের ওএসডির বিরুদ্ধে হঠাৎ করে এমন অভিযোগ তোলা হল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। ফিরহাদের এক ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য হঠাৎ এই অভিযোগ তোলার পিছনে পরিকল্পিত চক্রান্ত আছে বলে মনে করছে। তাদের মতে, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের অকাল প্রয়াণে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। ওই আসনে হাজী নুরুলের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীকে উপনির্বাচনে প্রার্থী না করলে বিজেপির রেখা পাত্রের মতো শোরগোল ফেলা প্রার্থীর মোকাবিলা করা মুশকিল হতে পারে। এছাড়া, দলীয় কোন্দলও মাথা চাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই সন্ধিক্ষণে বসিরহাট থেকে ইতিমধ্যে ফিরহাদ কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিমের নাম উঠে আসতে শুরু করেছে। এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে হাজী নুরুলের সমর্থনে বেশ কয়েকবার বসিরহাট জুড়ে নির্বাচনী প্রচার করতে দেখা গেছে। সেই সময় প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে ঘিরে উন্মাদনাও লক্ষ্য করা যায়। তাই হাজী নুরুলের পরিবর্তে এবার উপনির্বাচনে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করে দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দাবি উঠতে দেখা যায়। সেই বার্তা দলের শীর্ষ নেতৃত্বর কাছে পৌঁছে যেতে শুরু করে বলে দাবি বসিরহাটের একাংশ তৃণমূল সমর্থকদের। তাদের ধারণা, প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে আটকাতে পরিকল্পিতভাবে ফিরহাদ হাকিমের ওএসডির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ফিরহাদ হাকিমের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য। যাতে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে বসিরহাটে প্রার্থী করার ব্যাপারে নারাজ হন। তাই, মেয়রের ওএসডির বিরুদ্ধে অভিষেকের অফিস কর্মীর অভিযোগ তোলাকে ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠ মহল।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৬০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card

✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

ভেজাল সর্ষের তেল বিক্রির অভিযোগে আটক ১

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ভেজাল সর্ষের তেল বানানো এবং বিক্রির অভিযোগে এক তেল ব্যবসায়ীকে আটক করল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, বাজেয়াপ্ত একাধিক ভেজাল তেল এবং তেল তৈরির সামগ্রি ।গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে নদীয়ার রানাঘাট আইসতলা কালিতলা পাড়া এলাকায় একটি ভোজ্য তেলের কারখানায় হানা ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের।পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর আসে রানাঘাট আইসতলা কালিতলা এলাকার বাসিন্দা স্বপন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তার সর্ষের তেল তৈরির কারখানায় সর্ষের তেলের সঙ্গে রাইস ব্র্যান্ড তেল মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করছে। এর পরই ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা দেয় অভিযুক্ত স্বপন ঘোষের কারখানায়। সেখানে দীর্ঘক্ষন তল্লাশি চালিয়ে আধিকারিকরা ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায় এবং একাধিক টিন সর্ষের তেল, রাইসব্র্যান্ড তেল সহ কাঁচা সর্ষে ও বেশ কিছু পরিমান রাসায়নিক পদার্থ বাজেয়াপ্ত করে এবং বানানোর কারণে স্বপন ঘোষ নামে ওই তেল ব্যাবসায়ীকে আটক করেন।

পাঁশকুড়ায় দুর্গতদের ত্রাণ আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও জলের তলায় রয়েছে। পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত গড় পুরুষোত্তমপুরের ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আইএসএফ-এর রাজ্য কমিটির পার্টির পক্ষ থেকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।প্রায় ৭০০ মানুষকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। ত্রাণ কাজে ছিলেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মহ: জামির হোসেন, কুতুবউদ্দিন ফাতেহি ছাড়াও তমলুক পাঁশকুড়ার স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক, সেখ এসা হক, সাদ্দাম হোসেন, সামসুল আলম, সেখ শাহাবাজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে বস্ত্র বিতরণ

সেখ আবদুল আজিম ● সিঙ্গুর

আপনজন: সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুর ১নং, সিঙ্গুর ২নং, বাসুবাটি ও বলরামবাটি অঞ্চলের প্রায় ৪০০০ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা মা, ভাই বোনেদের হাতে দুর্গা পূজার বস্ত্র তুলে দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও ডাঃ করবী মান্না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দমোহন ঘোষ সহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্ববৃন্দ।

ভুতনিতে ত্রাণ নিয়ে ফিরহাদ, সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা এবং বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার জন্য ভাঙ্গন রোধের কাজ আমরা করতে পারিনি। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টি জেরে হু হু করে জল বেড়েছে গঙ্গার। বন্যা কবলিত মালদার মানিকচক এবং ভুতনি বাসির পাশে আমি রয়েছে। আমাদের সরকার আপনাদের সর্বত্র ভাবে সাহায্য করবে। আমি আজ ফিরহাদকে পাঠিয়েছি। তাছাড়াও আপনাদের যেকোনো সমস্যার কথা জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে জানান। বানভাসীরা যাতে কোন সমস্যা সম্মুখীন না হয় পর্যাপ্ত ত্রাণ পান তার জন্য নির্দেশ দেন ডিএম ও এসপিকে। আজ মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলে বন্যা কবলিতদের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়ার পর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ফোন থেকে লাউড স্পিকার করে বানভাসীদের উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাল ডোমিসাইল সহ বাংলা পক্ষ'র সদস্যদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: SSC-GD র মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আধাসেনায় নিয়োগে ডোমিসাইল জাল করে বাংলার কোটায় বিহার, উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীদের সুযোগ করে দিয়েছে। এইরকম দুই বহিরাগত ক্রিমিনালদের ধরতে গিয়েই বাংলা পক্ষর দুই সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায় শিলিগুড়ি পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন । এই অভিযোগ তুলে জাল ডোমিসাইলের দুর্নীতি ফাঁস করতে ও ধৃতদের মুক্তির দাবিতে শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করল বাংলা পক্ষ। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য সম্রাট কর, সৌম্যকান্তি ঘোড়ই, অরিন্দম চ্যাটার্জী, এমডি সাহিন জাল ডোমিসাইল জনস্বার্থ মামলার আইনজীবী বিষ্ণু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থে এই কাজ করছিলেন না, করছিলেন ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। বাংলার ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আধাসেনায় নিয়োগ পরীক্ষা হল SSC-GD. এই চাকরির পরীক্ষায় প্রতিটা রাজ্যের রাজ্য ভিত্তিক আসন আছে। যেগুলো সেই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলার জন্য সংরক্ষিত আসনে বিহার-ইউপি- ঝাড়খন্ড সহ অন্যান্য রাজ্যের ছেলেমেয়েরা (যারা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা নয়) টাকার মাধ্যমে বাংলার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বানিয়ে বা সরাসরি ডোমিসাইল জাল করে চাকরি দখল করছে। ডকুমেন্ট জালিয়াতি তো আইনত অপরাধ এরা BSF, CRPF, SSB, CISF এ চাকরি পাচ্ছে। ক্রিমিনালে ভরে যাচ্ছে আধাসেনায়। কৌশিক মাইতি তথ্য সহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিপদের দিকটাও তুলে ধরেন তিনি।দাগী অপরাধী নিজস্ব প্রদেশে আসামী হলেও এই বাংলায় পুলিশ ভেরিফিকেশনে পাশ করে যাচ্ছেন।

কাপাসডাঙ্গায় রাস্তার সূচনায় সাংসদ তাহের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নবনির্মিত রাস্তার উদ্বোধন করা হলো শনিবার। এদিন মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকনগর গ্রামের রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল ওই রাস্তা। মাস কয়েক আগে এই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়েছিল। পাশাপাশি একটু ভগ্নপ্রায় সেতুর পাশে নতুন সেতু নির্মানের শিলান্যাস করা হয় সেদিন। সেতুর কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ আবু তাহের খান। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। শনিবার রাস্তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজেরা বিবি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তালেব সেখ, ইমাম সংগঠনের প্রতিনিধি আব্দুর রাজ্জাক, জেলা পরিষদ সদস্য সুষমা দাস, মগরেব সরকার, সুরেফা বিবি, পঞ্চায়েত প্রধান কাবিরুল সেখ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: রাজ্যে বিভিন্ন কান্ড কারখানার পর যত্রতত্র চলছে সিবিআই, ইডি'র হানা। এতো সবের মধ্যে এবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে রেশন সামগ্রী বিলি না করে আত্মসাত করার অভিযোগ উঠলে। শুধু অভিযোগ নয়।

গ্রামবাসীদের দাবী দীর্ঘদিন যাবৎ রেশনের কোন সামগ্রী দিচ্ছেন না ডিলার। আবার গ্রাকদের কে লিঙ্ক করিয়ে নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদের সময় নিচ্ছেন রেশন দেওয়ার জন্য। তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। রেশন না পেয়ে গত বছর ও এমনই অভিযোগ তুলেছিলেন বড়িয়ার গ্রামবাসীরা। এবার নিজেদের প্রাপ্য রেশন সামগ্রী না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার সকাল থেকে চুনাখালি-ক্যানিং রোডের ১০ নম্বর বাজার এলাকায় পথ অবরোধ শুরু করেন। তাদের অভিযোগ রেশন ডিলার কালিরাম রায় দীর্ঘদিন রেশন সামগ্রী দিচ্ছেন না। বাড়িতে জানতে গেলে মারধর করার হুমকি দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা বাসন্তী ব্লক অফিসে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনাদের রেশন সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিলারের কাছে বুঝে নিন।

এমত অবস্থায় হতদরিদ্র পরিবার গুলো রেশন সামগ্রী না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। যদিও প্রায় ঘন্টা তিনেক সময় পথ অবরোধ বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ অবরোধ তুলে নেয়। দীর্ঘদিন রেশন সামগ্রী না পেয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন হামিদ সরদার। তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের রেশন ডিলার কালিরাম রায় রেশনের চাল চুরি করে বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। মাসের পর মাস এমন ভাবে চলছে। সেই কারণেই প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। '

ঘটনার বিষয় জানতে চেয়ে ডিলার কালিরাম রায়ের সাথে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে,ফোন না ধরায় কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন, ' বিষয়টি নজরে এসেছে। ডিলারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখা হবে। যদি ঘটনা সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে ডিলার কে বহিষ্কার করা হবে। '

ডেবরায় দশ দিন ধরে জলবন্দি বন্যা দুর্গতদের পাশে অভয়া ক্লিনিক

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: ডেবরায় বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াল অভয়া ক্লিনিক।

শনিবার ডেবরার বন্যা কবলিত খাজুরী এলাকায় অভয়া ক্লিনিক হলদিয়া শাখা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। টানা বৃষ্টি এবং জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ার ফলে ডেবরা ব্লকের সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে গোলগ্রাম, ভবানীপুর, ভরতপুর, মলিঘাটি অঞ্চলে। গোলগ্রাম অঞ্চলের খাজুরী, বিহারীচক, চকপলমল, চকৃপান, টাঙ্গাশ্রী, চকপ্রয়াগ এলাকায় এখনও বহু ঘরবাড়ি রয়েছে জলের তলায়।

দশ দিন ধরে জলবন্দী হয়ে রয়েছেন ওই এলাকার মানুষজন। বহু পরিবার বাড়ি ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু এলাকায়। দুর্গত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে খাজুরী এলাকায় ১১০টি পরিবারের হাতে বেবি ফুড, ব্লিচিং পাউডার, পানীয় জল, সাবান, শুকনো খাবার, শাড়ি জামা কাপড় সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন অভয়া ক্লিনিক হলদিয়া শাখা। অভয়া ক্লিনিক এর পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে খুশি প্লাবিত এলাকার মানুষজন। এলাকায় জল কমার পর ডাইরিয়া সহ নানান অসুখ-বিসুখ হতে পারে সেই জন্য এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্প বা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ওষুধ সামগ্রী প্রদান করার অনুরোধ জানান প্লাবিত এলাকার মানুষজন।

এদিন খাজুরী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অভয়া ক্লিনিক হলদিয়া শাখার সহ-সভাপতি ড. সমীর রঞ্জন খাঁড়া, সম্পাদক ড. সুজন জানা, ড. সঞ্জীব মল্লিক, ড. বুদ্ধদেব পাল সহ অন্যান্যরা। ড: সঞ্জীব মল্লিক বলেন, আজ আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করার জন্যই এলাকায় এসেছিলাম। এলাকার মানুষ বলেন, দুই দিন আগে এখানে মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে, আজও হচ্ছে। কয়েক দিন পর এই ক্যাম্প হলে ভালো হয়। তাই আজ মেডিকেল ক্যাম্প করা গেল না। আগামী দিনে আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করব বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও আয়োজন করে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব।

বাম জমানা থেকে রাস্তা বেহাল, খাদ্য দফতরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাম জামানা থেকে রাস্তা বেহাল, আজ সকালে খাদ্য দপ্তরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের, রাস্তা সমস্যার জন্য প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হবে আশ্বাস মহকুমা শাসকের, পুলিশের হস্তক্ষেপে আন্দোলন তোলে বিক্ষোভকারীরা।

বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মড়ার কৃষক মান্ডি পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। এই রাস্তা দিয়েই যেতে হয় বিষ্ণুপুরের একটি অন্যতম পর্যটন এলাকা ব্রিটিশ পিরিয়ডে তৈরি রানওতে। চরম সমস্যায় এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের দাবি বাম জামানার পর থেকেই রাস্তার এই বেহাল পরিস্থিতি। তারপর বেশ কয়েক বছর আগে কৃষাণ মান্ডি তৈরি হলে সেখান থেকে বড় বড় লরি আসা-যাওয়ার ফলে আরো বেহাল পরিস্থিতি হয়েছে রাস্তার। সমস্যায় সকল মানুষ। তাদের দাবি প্রশাসনকে জানিও কোন কাজ হয়নি। তাই তারা আজ সকাল থেকেই খাদ্য দপ্তরের একাধিক অন ডিউটি গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ গিয়ে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান এই সাত কিলোমিটার রাস্তা কিছুটা বনদপ্তরের জায়গা, কিছুটা বায়ুসেনা দপ্তরের জায়গা রয়েছে, এই রাস্তাটি তৈরি করতে গেলে প্রত্যেকটি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন রয়েছে। এবং রাস্তা তৈরীর বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর বেশ কিছুটা রাস্তা তৈরীর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

কেষ্টর অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ কাজলের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল দীর্ঘ ২ বছর তিহার জেলে গরু পাচার কাণ্ডে বন্দী ছিলেন। সবেমাত্র ই ডি ,সিবিআই তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছেন এবং বোলপুর নিজের বাসভবনে ফিরেছেন। অনুব্রত মণ্ডল বোলপুরে ফেরার পরই নেতা, মন্ত্রী ,কর্মী, সমর্থক ও সাধারন মানুষ সকলেই একে একে দেখা করতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে। কিন্তু একটা জল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল যে বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ অনুব্রত মণ্ডলকে সাক্ষাৎ করতে আসেননি। এই নিয়ে চলছিল বীরভূমে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। আজ সেই জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটলো অবশেষে বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ সাক্ষাৎ করতে এলেন বোলপুর তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের গুরু অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে। কাজল শেখ বারবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন অনুব্রত মণ্ডল আমার অভিভাবক এবং রাজনৈতিক গুরু। তাই আজ বোলপুর তৃণমূলের কার্যালয়ে সাক্ষাৎ হল।

দুটি মাথা, মুখ নিয়ে ছাগলের বিস্ময় জন্ম!

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: এক গৃহস্থের বাড়িতে সম্প্রতি জন্ম নেওয়া ছাগলটি দুইটি মাথা, চারটি চোখ, এবং দুইটি মুখ নিয়ে জন্মেছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় একেবারেই ব্যতিক্রমী। বিরল এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই আশপাশের মানুষজন এক নজর দেখতে ভিড় জমাচ্ছে। ছাগলটির এমন অস্বাভাবিক গঠন সবার মধ্যে কৌতূহল আর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহিনগর গ্রামে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী হলো স্থানীয়রা। শনিবার, গ্রামের এক বাসিন্দা একলাল সিংহের বাড়িতে এক অদ্ভুত ছাগল বাচ্চার জন্ম হয়েছে। ছাগলটির দুটি মাথা, দুটি মুখ, চারটি চোখ এবং দুটি কান রয়েছে। এমন অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন দেখে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

একলাল সিংহ জানান, তার বাড়িতে বেশ কয়েকটি ছাগল আছে, কিন্তু এর আগে কখনও এমন অদ্ভুত ছাগল বাচ্চা জন্ম নেয়নি। ছাগলটির জন্মের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের মানুষজন একলাল সিংহের বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাল্যবিবাহ রোধে বৈঠক প্রশাসনের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ১৮ বছর বয়সের আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। জেলার গ্রামীণ এলাকা গুলিতে এমন ঘটনা প্রায় ঘটেছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ রোধ করতে আলোচনা সভা করা হল হরিহরপাড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে। বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন কঠোর মনোভাব নিলেও কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। গ্রামীন এলাকায় নিত্যদিন চলে এই বাল্যবিবাহ ঘটনা। বাল্যবিবাহ রোধ করতে বাল্য বিবাহ কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয় পাশাপাশি যে সকল ম্যারেজ রেজিস্টার ও মৌলবীরা নাবালিকার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন হরিহরপাড়া থানার আইসি অরুপ কুমার রায়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, জয়েন্ট বিডিও আমস তামাং, হরিহরপাড়া থানার আইসি অরুপ কুমার রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর। পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাবউদ্দিন সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির দল নেতা জয়নাল আবেদিন প্রমুখ।

সামশেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করলেন মহকুমা শাসক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক একাম জি সিং। শনিবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধকে সঙ্গে নিয়ে সামশেরগঞ্জের দেবীদাসপুর, ঘনেশ্যামপুর, মহেশটোলা, প্রতাপগঞ্জ, শিকদারপুর, লোহরপুর, নিমতিতা এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সাধারণ মানুষ ও ভাঙনে সর্বহারাদের সঙ্গে। ভাঙ্গন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গঙ্গার জলস্তর এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। জরুরী ভিত্তিতে ভাঙ্গন কবলিত মানুষ এবং এলাকার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক। উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিগত কয়েকদিন থেকে সামসেরগঞ্জের লোহরপুর, শিকদারপুর, প্রতাপগঞ্জ এলাকায় ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙ্গন লক্ষ করা যায়। ভাঙ্গনের গর্ভে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক বাড়িঘর। স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্কিত হয়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এলাকাবাসীরা। তাদের আশ্রয়ের স্থল টুকু হারিয়ে যেন অসহায়ত্বের জীবন অতিবাহিত করছেন। এরই মধ্যে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধিতে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এলাকায়। যদিও শুক্রবার থেকেই গঙ্গার জলস্তর অনেকটাই কমেছে। শনিবার নদীর জলস্তর সহ ভাঙনের অবস্থা ও এলাকাবাসীর দুর্বিষহ অবস্থা খতিয়ে দেখেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক একাম জি সিং।

বৃত্তি পরীক্ষার দিন পরিবর্তন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা এবারও আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা ভয়াবহ বন্যা। এমনকি বহু স্কুলে জল ঢুকেছে। আবার বন্যার্ত মানুষদের অনেকেই স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।উক্ত স্কুলগুলিতেও পরীক্ষার সেন্টার হওয়ার কথা।এছাড়াও বন্যা কবলিত এলাকায় রাস্তার যা অবস্থা হয়েছে তাতে কচিকাঁচা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের পক্ষেও মুশকিল। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলছে এবং রাজ্যে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাষ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্ষদের কার্যকরী সমিতি শনিবার জরুরি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা ২১ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে।পর্ষদের রাজ্য সম্পাদক তপন কুমার সামন্ত সেই বিবৃতি দেন। জেলার দায়িত্বে থাকা পর্ষদের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনও তা উল্লেখ করেন।

প্রথম নজর

নাসরুল্লাহর মৃত্যু, সংবাদ পড়তে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন নারী উপস্থাপক

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন এক টিভি উপস্থাপক। দেশটির সংবাদমাধ্যম আল-মাইয়াদীনে আজ শনিবার নাসরুল্লাহর মৃত্যুসংক্রান্ত সংবাদ পড়ার সময় ওই নারী উপস্থাপক কান্নায় ভেঙে পড়েন। এর একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, লেবাননের বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তিনি নিহত হন বলে দাবি করে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ। পরে এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে হিজবুল্লাহ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করার সংবাদ পড়ার সম কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই নারী। এ সময় দেখা যায়, তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। কাঁপছিল তার গলা।
লেবাননের সংবাদমাধ্যম আল-মাইয়িদীন হিজবুল্লাহর মুখপত্র হিসেবে পরিচিত।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন ৬৪ বছর বয়সী সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ। তিনি দীর্ঘ ৩ দশকের বেশি সময় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। নাসরুল্লাহ লেবাননের শিয়া ইসলামিস্ট মুভমেন্টেরও নেতা ছিলেন।

নেতানিয়াহু জাতিসংঘ মঞ্চে উঠতেই ওয়াক আউট করলেন বিশ্বনেতারা

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তিনি মঞ্চে ওঠার পরই সেখানে উপস্থিত অনেক রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের প্রতিনিধিরা বের হয়ে যান। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রথমে তুরস্কের স্থায়ী দূত অধিবেশনকক্ষ থেকে বের হয়ে যান। এরপর একে একে তার পেছনে অন্যরাও বের হয়ে যেতে থাকেন। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলও সভাস্থল ত্যাগ করে। এরপর ইরান ও আরব অঞ্চলের কয়েকটি দেশ এবং আফ্রিকা অঞ্চলের কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা সভাস্থল ছেড়ে চলে যান। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত নেতানিয়াহুর ভাষণ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি বলেছে, নেতানিয়াহু ৪১ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছেন। তার জাতিসংঘে ভাষণ নয়, কারাগারে থাকা উচিত।
সাধারণ পরিষদের সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানে দেখা গেছে, নেতানিয়াহু বক্তব্য শুরু করার পর অধিবেশনকক্ষের বেশির ভাগ আসনই খালি পড়ে আছে। অনেক দেশের প্রতিনিধি, ডেলিগেট, কূটনীতিক তখন নেতানিয়াহুকে ধিক্কার জানাতে দর্শক সারি থেকে চিৎকার করতে করতে উঠে পড়েন। একই সময় ইসরায়েলের সমর্থকরা উল্লাস ধ্বনি দিতে থাকেন। দুই পক্ষের হট্টগোলে অধিবেশন নির্বিঘ্ন করতে হস্তক্ষেপ করেন সভাপতি। এ সময় নিরাপত্তাকর্মীদের দর্শক সারিতে প্রবেশ করতে দেখা যায়। তারা ক্ষুব্ধ কূটনীতিক ও শ্রোতাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। অনেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর হট্টগোল থামলে নেতানিয়াহু ভাষণ শুরু করেন। নেতানিয়াহু প্রায় আধা ঘণ্টার মতো কথা বলেন। তবে তার ভাষণকালে ইসরায়েল সমর্থকরা ক্ষণে ক্ষণে হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিচ্ছিলেন। ওই সময় তিনি হামাস ও হিজবুল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করেন। নেতানিয়াহু বলেন, যত দিন পর্যন্ত তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন না করবেন তত দিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন।

ভ্যাটিকানের মতো সুফি মুসলিমদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সম্প্রতি জানিয়েছেন, সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য তিনি রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গঠন করতে চান। বেকতাশিরা তার এই চাওয়াকে স্বাগত জানালেও অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন।
২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি তার এই পরিকল্পনার কথা জানান। এই সময় তিনি আলবেনিয়ার নোবেল বিজয়ী মাদার তেরেসার উদ্ধৃতি 'আমাদের মধ্যে সবাই অনেক বড় কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আমরা সবাই ভালোবাসা দিয়ে ছোট ছোট অনেক কিছু করতে পারব'-ব্যবহার করেন। এডি রামা বলেন, ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার।'
তের শ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। ১৯২৯ সালে আলবেনিয়ায় বেকতাশি আদর্শের প্রধান কার্যালয় বেকতাশি ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিরানার ২৭ একর জায়গাজুড়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে আলবেনিয়ার সরকার। এই রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে। বেকতাশিদের নেতা এডমন্ড ব্রাহিমাজ ভক্তদের কাছে বাবা মণ্ডি হিসবে পরিচিত। তিনি বলেন 'এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ।' এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্বে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শান্তি বাড়বে বলে মনে করেন তিনি।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বেকতাশি অর্ডার শান্তি, সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির কারণে সমাদৃত। ভ্যাটিকানের মতো সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তা আমাদের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজের জন্য সহায়ক হবে।' আলবেনিয়া সরকারের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশটির জনগণ ও সেখানকার নীতিনির্ধারকদের অনেকেই কিছু জানত না। এই সিদ্ধান্তে অনেকেই তাই বেশ অবাক হয়েছেন। জার্মানির টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুলসিম ধর্মতত্ত্ব-এর গবেষক বেজনিক জিনানি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'সমসাময়িক ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্যে এটি অকল্পনীয় ছিল।

গ্যাং সহিংসতায় হাইতিতে ছয়মাসে নিহত ৩৬৬১: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: হাইতিতে সংঘবদ্ধ চক্রের ধ্বংসাত্মক সহিংসতায় চলতি বছর তিন হাজার ৬৬১ জন নিহত হয়েছে। শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হাই কমিশনার (ওএইচসিএইচআর) এ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হাইতি নৈরাজ্যের মধ্যে নিমজ্জিত। অপরাধী চক্র রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং দেশটির নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।
ওএইচসিএইচআর জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত হাইতিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলা-সংঘাতে নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৬৬১ জন। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১০০ শিশু রয়েছে। এ ঘটনায় আরো ১২৮০ জন গ্যাং সহিংসতায় পঙ্গুত্ববরণ বা আহত হয়েছে। এছাড়াও ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে ৬ লাখের বেশি মানুষ। ওএইচসিএইচআর প্রধান ভলকার তুর্ক এক বিবৃতিতে বলেন, গত বছরের মতোই তীব্র মাত্রার সহিংসতা বজায় রয়েছে দেশটিতে। এই নির্বুদ্ধিতার সহিংসতায় আর কোনো মানুষের প্রাণ যাওয়া উচিত নয়। হাইতি বেশ কয়েক বছর ধরে শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে চলছে। এসব সশস্ত্র গ্যাংগুলো দেশটির রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাদের প্রভাব বিস্তার ও অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে মারা পড়ছে শত শত মানুষ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে দেশটিতে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে খারাপ হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি কেনিয়া সফরে গেলে রাজধানী পোর্ট-অব-প্রিন্স জুড়ে কারাগার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তাণ্ডব চালায় গ্যাংরা। তখন কারাগার ভেঙে চার হাজারের বেশি বন্দি বেরিয়ে যায়, যারা বেশির ভাগই সন্ত্রাসীগুলোর সঙ্গে জড়িত। গ্যাংগুলোর চাপে এক পর্যায়ে পদত্যাগে বাধ্য হন দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা অনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল।

লেবাননের রাজধানী বৈরুতের সড়কগুলোতে রাতে খোলা আকাশের নিচে এভাবেই বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণাঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা লেবাননিদের।

হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যু নিশ্চিত করল হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের বিমান হামলায় প্রধান নেতা হাসান নাসরাল্লাহ নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।
শনিবার এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে দলটি। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন হাসান নাসরাল্লাহ।
বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার তাদের নেতা হাসান নাসরাল্লাহ নিহত হয়েছেন। এর আগে হাসান নাসরাল্লাহকে বিমান হামলা চালিয়ে হত্যার দাবি করে ইসরায়েল সেনাবাহিনী। লেবাননের দক্ষিণ উপশহরে অবস্থিত হিজবুল্লাহর সদরদপ্তরকে লক্ষ্য করে শুক্রবার হামলা চালায় ইসরায়েল বিমান বাহিনী। এতে হাসান নাসরাল্লাহ নিহত হয় বলে দাবি করে তেল আবিব।
তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলের এমন দাবি নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও এখন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হিজবুল্লাহ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মুখপাত্র অভিচয় আদরাই দাবি করেন, সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহকে ইসরায়েল বাহিনী নির্মূল করেছে।

নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে দেশের ভেতরে একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।
হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে–এমন খবর জানার পরই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। তেহরানের সর্বশেষ খবর সম্পর্কে অবগত দু'জন আঞ্চলিক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
সূত্রগুলো জানিয়েছে, ইসরায়েলের হাতে হিজবুল্লাহর প্রধান নিহত হয়েছেন–এমন খবর জানার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে ইরান হিজবুল্লাহ ও ওই অঞ্চলটিতে সক্রিয় অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (ইরানের সহায়তাপুষ্ট) সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে।
গতকাল শুক্রবার দক্ষিণ বৈরুতে এক বিমান হামলায় হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করার দাবি করে ইসরায়েল। শনিবার এক এক্স বার্তায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয়। পরবর্তীতে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকেও শীর্ষ নেতার নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়।
জানা গেছে, ওই হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিলো হিজবুল্লাহর সদর দপ্তরকে। এই হামলায় ২ হাজার কেজির বাঙ্কার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান থেকে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। হামাসকে সহযোগিতা করতে এরপরের দিন থেকে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি লক্ষ্য করে হামলা চালানো শুরু করে হিজবুল্লাহ। এতদিন যুদ্ধ হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে থাকলেও; দুই সপ্তাহ আগে থেকে ইসরায়েল হিজবুল্লাহকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা শুরু করে। তারা পেজার ও ওয়াকিটকিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হিজবুল্লাহর কয়েক হাজার যোদ্ধাকে আহত করে। এরপর বিমান হামলা চালিয়ে হত্যা করে একাধিক কমান্ডারকে। সর্বশেষ নাসরুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেপালে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৬৬, নিখোঁজ ৬৯

আপনজন ডেস্ক: নেপালে বন্যা ও ভূমিধসে একদিনে অন্তত ৬৬ জন নিহত হয়েছেন। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৬৯ জন। দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুসহ বেশকিছু অংশ প্লাবিত হওয়ায় হেলিকপ্টার ও নৌকাযোগে চলছে উদ্ধারকাজ। তিন হাজারের বেশি নিরাপত্তা কর্মী উদ্ধারকাজ করছেন। একাধিক নদীর পানি বাড়তে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দেশটির অধিকাংশ নদীর পানি উপচে তীরবর্তী এলাকার সড়ক, সেতু ও বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে। শুক্রবার সেখানে ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা এবং স্থানীয় উদ্ধারকারী টিমের সঙ্গে কাজ করছে পুলিশ। তারা নিখোঁজ লোকজনকে উদ্ধারে কাজ করছেন।
বন্যার প্রত্যক্ষদর্শী এক ট্রাক চালক বলেছেন, মাঝরাতে তার কাঁধ পর্যন্ত পানি উঠেছিল। এদিকে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে কাঠমান্ডুর বাইরের সব অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এখনও চালু রয়েছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন কাঠমান্ডু বিমানবন্দরের মুখপাত্র রিনজি শেরপা।
পুলিশের মুখপাত্র দান বাহাদুর কারকি বলেছেন, ২৮টি স্থানে ভূমিধসের কারণে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে পুলিশ ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে যান চলাচলের জন্য রাস্তাগুলো পুনরায় চালু করার জন্য কাজ করছে।

পাকিস্তানে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে একটি তেল কম্পানির হেলিকপ্টার শনিবার বিধ্বস্ত হয়ে ছয়জন নিহত হয়েছে। উড্ডয়নের সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কম্পানি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। হেলিকপ্টারটিতে ১৪ জন আরোহী ছিল, যার মধ্যে তিনজন রুশ পাইলট ও ক্রু সদস্য ছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩১ মি.

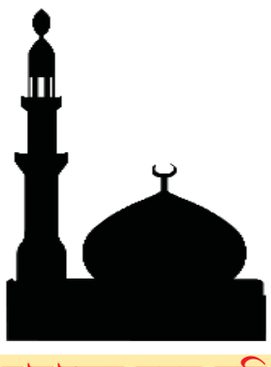

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৭	৫.২৭
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.৪৬	
মাগরিব	৫.৩১	
এশা	৬.৪১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে একটি অবৈধ খনিতে ভূমিধসের ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছে।
শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় দুর্যোগবিষয়ক সংস্থার এক কর্মকর্তা নিহতের এ সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে শুক্রবার নিহতের সংখ্যা ১৫ বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তবে পরবর্তীতে তা সংশোধন করে বলা হয়েছে, দুর্গম এলাকা হওয়ায় নিহতের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ এলাকার পশ্চিম সুমাত্রা প্রদেশের একটি দুর্গম এলাকায় ভারী বৃষ্টির পর ভূমিধসের এ ঘটনা ঘটে।

ইউক্রেনে রুশ হামলায় হত ৯

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী শহর সুমিতে একটি হাসপাতালে রুশ হামলায় শনিবার ৯ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি 'হাসপাতালে যুদ্ধ' চালানোর জন্য মস্কোর নিন্দা করেছেন। জেলেনস্কি টেলিগ্রামে লিখেছেন, রাশিয়া শাহেদ ড্রোন দিয়ে শহরের একটি হাসপাতালকে আঘাত করেছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ জন এবং ১২ জন আহত হয়েছে।
এই হামলাটি এমন সময় হলো, যখন জেলেনস্কি পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন যাতে ইউক্রেন দীর্ঘপাল্লার নির্ভুল অস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার গভীরে আঘাত হানতে পারে। সুমি শহরটি রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলের সীমানা বরাবর অবস্থিত, যেখানে কিয়েভ ৬ আগস্ট একটি আকস্মিক আক্রমণ চালায়, যার অংশ হিসেবে রাশিয়ার ভেতরে একটি 'বাফার জোন' তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। জেলেনস্কি বলেছেন, 'বিশ্বের প্রত্যেকে, যারা এই যুদ্ধ নিয়ে কথা বলে তাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে রাশিয়া কী লক্ষ্যবস্তু করছে, তার ওপর। তারা হাসপাতাল, বেসামরিক স্থাপনা ও জনগণের জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে।'
জেলেনস্কি ধ্বংস হওয়া হাসপাতালের প্রবেশদ্বারের ওপরে জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়ার ছবি পোস্ট করেছেন, যেখানে উদ্ধারকর্মীদের রোগীদের নিচে নামাতে এবং দুই পুলিশ সদস্যকে মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় চিকিৎসা নিতে দেখা যায়।

চিনে গোপনে ড্রোন অস্ত্র তৈরি করছে রাশিয়া!

আপনজন ডেস্ক: চীনে গোপনে ড্রোন অস্ত্র তৈরি প্রকল্প শুরু করেছে রাশিয়া। ড্রোন তৈরি করে তা দূরপাল্লার আক্রমণে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে তারা।
সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অস্ত্র কোম্পানি আলমাজ-আন্তের সহায়ক সংস্থা আইইএমজেড কুপোল স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় চীনে 'গারপিয়া-৩' নামের একটি নতুন মডেলের ড্রোন তৈরি করে পরীক্ষা করেছে।
চলতি বছরের শুরুতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কুপোলের কাজের রূপরেখা দিয়ে পাঠানো প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র। তিনি বলেছেন, চীনের উচিত রাশিয়ার সামরিক কাজে ব্যবহার করার জন্য তাদের কোনো কোম্পানি যাতে সহায়তা না দেয় তা নিশ্চিত করা।
কুপোল পরবর্তীতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরো জানিয়েছে, তারা চীনের একটি কারখানায় জিও-সহ অন্যান্য ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ড্রোন ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযানে' ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৬৫ সংখ্যা, ১৩ আশ্বিন ১৪৩১, ২৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

কৌশল!

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্বাচনি বৈতরণি পার হইতে এক নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার অভিনবই বটে! তাহা হইল প্রতিপক্ষ দলের শীর্ষস্থানীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা-মোকদ্দমা দিয়া তাহাদের জেলে ভরিয়া রাখা কিংবা কোর্ট-কাচারিতে তাহাদের দৌড়ের উপর রাখা। ইহাতে তাহারা হামলা-মামলার ভয়ে এমনিতেই আত্মগোপনে চলিয়া যান। জাতীয় নির্বাচন তো বটে, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সময়ও কোনো প্রকার ঝুঁকি নেওয়া হয় না। বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর স্বাস্থ্যগত কারণে জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ তাহাকে পহেলা জুন আবার জেলে যাইতে হইবে। দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি দেশে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে জেলে রাখিয়াই আয়োজন করা হইল জাতীয় নির্বাচন। শুধু তাহার বিরুদ্ধেই নহে, তাহার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়। এইভাবে খোঁজ লইলে নানা দৃষ্টান্ত ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ তো এক কাঠি সরেস। নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারে—এমন কোনো 'কার্যকর' বিরোধী দলই রাখে নাই দীর্ঘকাল ধরিয়া বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থাকা সিপিপি। নির্বাচনের পূর্বে তাহারা সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের নিবন্ধন পর্যন্ত বাতিল করিয়া দেয়। কী চমৎকার নির্বাচনি ব্যবস্থা!

উগ্রপন্থি সংগঠন আল-কায়দার উত্থান একদা ছিল চোখে পড়িবার মতো। এখন আল-কায়দার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখন দেখা যাইতেছে এক নূতন কায়দা বা কলাকৌশল। বিরুদ্ধমতের রাজনীতিবিদরা এখন যাইবেন কোথায়? তাহারা এখন প্রমাদ গুনিতেছেন। তাহারা জেলে চলিয়া গেলে কি নির্বাচনের ট্রেন বসিয়া থাকিবে? নিশ্চয়ই নহে। এই জন্য রাতারাতি জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন নূতন মুখ। বাহারি নামের 'স্বতন্ত্র'। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে তাহারা জয়লাভ করিয়া 'তাক' লাগাইয়া দিতেছেন বিশ্বকে। রাজনীতির এই নূতন ধারা কি গণতন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর? নাকি নির্বাচনের প্রতি সাধারণ ভোটারদের আস্থা নষ্ট হইবার ইহাই মূল কারণ? দীর্ঘ মেয়াদে এই কায়দা বা কৌশল কি এই সকল দেশের জন্য আরো বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ডাকিয়া আনিবে না?

বিশ্বের এমন দেশও রহিয়াছে যেইখানে বিদ্যমান শাসক নিজ উদ্যোগে সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আজীবনের জন্য ক্ষমতায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবিধান পরিবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদও বাড়ানো হইয়াছে নিজের ইচ্ছামতো। কাহারো কাহারো বিরুদ্ধে বিরোধীদের জেলে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবারও অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা কি আরো বিপজ্জনক নহে? তাহারা ইহা না করিয়া ইচ্ছা করিলে নির্বাচন নাও দিতে পারিতেন। যেইহেতু তাহাদের বিরোধিতা যাহারা করিতেছেন, তাহারা দমন-পীড়নের শিকার হইয়া দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তাহাদের এত ভয় কীসের?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক বত্সর বা তাহারও অধিক কাল হইতেই জেল-জুলুমের অপকৌশল অবলম্বন করা হয়। জাতীয় নেতা তো বটে, স্থানীয় নেতাকর্মীদেরও জেলে না রাখিয়া তাহারা শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন না। অবশ্য নির্বাচন শেষ হইলেই কৌশলগত কারণে কেহ কেহ জামিনে ছাড়া পান। তবে তাহার পরও অনেককে আটকাইয়া রাখা হয়। আজ হউক বা কাল হউক, যখন পটপরিবর্তন হইবে, তখন রাজনীতির এই চল যে তাহাদের জন্য বুমেরাং হইবে না তাহারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়?

সাম্প্রদায়িকতা: শাসনের কৌশল ও শোষণের হাতিয়ার

বিশ্বের যেকোনো দেশে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জনগণের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এই সমর্থন অর্জন ও শাসন অব্যাহত রাখার জন্য শাসকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। ভারতবর্ষে, যেখানে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা একটি প্রাচীন ও কার্যকরী শাসন কৌশল হিসেবে দেখা হয়। শাসক যখন তার শাসনকে দীর্ঘকালীন ধরে রাখতে চায়, তখন শাসক পুঁজিবাদী সমাজ ও এক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক তৈরি করে। এরা সবাই মিলিত হয়ে এক অক্ষ নির্মাণ করে। যারা সুকৌশলে সম্প্রদায়িকতা জিয়ে রেখে নিজের আসনকে মজবুত রাখতে চায়। লিখেছেন **পাশারুল আলম...**

বিশ্বের যেকোনো দেশে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জনগণের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এই সমর্থন অর্জন ও শাসন অব্যাহত রাখার জন্য শাসকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। ভারতবর্ষে, যেখানে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা একটি প্রাচীন ও কার্যকরী শাসন কৌশল হিসেবে দেখা হয়। শাসক যখন তার শাসনকে দীর্ঘকালীন ধরে রাখতে চায়, তখন শাসক পুঁজিবাদী সমাজ ও এক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক তৈরি করে। এরা সবাই মিলিত হয়ে এক অক্ষ নির্মাণ করে। যারা সুকৌশলে সম্প্রদায়িকতা জিয়ে রেখে নিজের আসনকে মজবুত রাখতে চায়।

ভারতের জনসংখ্যা ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত, যেখানে ৮৫ শতাংশ মানুষ হিন্দু এবং বাকি ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী। তবে শাসন ও শোষণের প্রভাব কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের উপর সীমাবদ্ধ নয়, বরং ১০০ শতাংশ মানুষের উপরই এর প্রভাব থাকে। কিন্তু শাসক শ্রেণীর এক বিশেষ কৌশল হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার বীজ বপন করা, যাতে তারা নিজেদের শোষণের দিকে মনোযোগ দিতে না পারে এবং শাসকের শাসন অব্যাহত থাকে।

ধর্মীয় উন্মাদনা: শাসনের হাতিয়ার

ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে শাসকরা জনসাধারণের মনোযোগ তাদের জীবনযাত্রার অবনতির দিক থেকে সরিয়ে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, পেট্রোল, ডিজেল, এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এমন একটি বিষয় যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেহেতু গাড়ি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিবহনের ব্যবহার বেশি করে, তারা সরাসরি এই মূল্যবৃদ্ধির শিকার হয়। যদি শাসকরা ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে সমাজের একটি বড় অংশকে ব্যস্ত রাখতে পারে, তাহলে এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদ করার সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়ত কোন না কোন ওষুধ ক্রয় করতে হয়, চিকিৎসা নিতে হয়। এই ওষুধের দাম ও চিকিৎসা প্রণালীর মূল্য আকাশ ছোঁয়া। চিকিৎসা ও ওষুধের মূল্য বৃদ্ধিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আরেক ওষুধের প্রয়োজন। সেই ওষুধ হলো সাম্প্রদায়িকতা।

আসলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে শাসকরা মানুষের মনোযোগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিক থেকে সরিয়ে রাখে। যখন মানুষ ধর্মীয় উত্তেজনায় মগ্ন থাকে, তখন তারা পেট্রোলের দাম, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভুলে যায়। এর ফলে শাসকের শাসন ও পুঁজিবাদীদের শোষণ অব্যাহত থাকে এবং জনগণ প্রকৃত সমস্যার দিকে মনোযোগ না দিয়ে অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে চেতনার দৃষ্টি হারায়। এই চেতনাহীন বিবেকের তাড়না এক সময় ঘৃণায় পর্যবচিত হয়। মনের ভিতর পালিত ঘৃণায় এক সময়ে হিংসার রূপ নেয়। এই হিংসাই একসময় আক্রোশের সৃষ্টি করে। এই আক্রোশের ফল কখনো কখনো চরম রূপ ধারণ করে।

কর ও শোষণের প্রকৃতি

জিএসটি বা অন্যান্য করের মাধ্যমে শাসকরা সাধারণ জনগণের উপর আরও বেশি শোষণ চালায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন পণ্য—সব ক্ষেত্রেই কর আরোপ করে জনগণের কাছ থেকে মোটা রকমের অর্থ আদায় করা হচ্ছে। যেহেতু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কম, তারা তুলনামূলকভাবে কম কর প্রদান করে। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, যাদের ক্রয়ক্ষমতা অধিক, তারা করের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষদের যাতে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে না পারে, তার জন্য শাসক ধর্মীয় উত্তেজনার আশ্রয় নেয়। এমন সমস্ত তথ্য ও ভাষণ উপস্থাপন করে যাতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করে দেশ ও দেশবাসীর মূল শত্রু হচ্ছে সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ। তাদের কথায় দেশের মূল ক্রিম খেয়ে যায় সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ। এমনকি আজগুবি হিসেব পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যেমন সংখ্যালঘুরা একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম সংকটের মধ্যে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম বিপদের মধ্যে আছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গেলে সংখ্যালঘু সমাজের প্রতি সর্বদা অন্য এক রকমের দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।

বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান

ভারতে বেকারত্ব একটি বিশাল সমস্যা। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে শাসকরা ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বেকার যুবসমাজ যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে, তার জন্য তাদের ধর্মীয় উত্তেজনায় বিভ্রান্ত করা হয়। দেশের ৯৫/৯৬ শতাংশ চাকরিজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মানুষ করে থাকে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ দৈনিক মজুরি, রিকশা, ভ্যানচালক, রাজমিস্ত্রি, মোটরগাড়ি মিস্ত্রি, দর্জির কাজ করে। সরকার নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি না করায় বেকারত্বের হার বাড়ছে। এই বেকারত্বের যন্ত্রণায় যুবসমাজ যাতে এই সমস্যার সমাধান না চায়, তার জন্য তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় মগ্ন করে রাখে।

আসলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করার মাধ্যমে শাসকরা মানুষের মনোযোগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিক থেকে সরিয়ে রাখে। যখন মানুষ ধর্মীয় উত্তেজনায় মগ্ন থাকে, তখন তারা পেট্রোলের দাম, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভুলে যায়। এর ফলে শাসকের শাসন ও পুঁজিবাদীদের শোষণ অব্যাহত থাকে এবং জনগণ প্রকৃত সমস্যার দিকে মনোযোগ না দিয়ে অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে চেতনার দৃষ্টি হারায়। এই চেতনাহীন বিবেকের তাড়না এক সময় ঘৃণায় পর্যবচিত হয়। মনের ভিতর পালিত ঘৃণায় এক সময়ে হিংসার রূপ নেয়। এই হিংসাই একসময় আক্রোশের সৃষ্টি করে। এই আক্রোশের ফল কখনো কখনো চরম রূপ ধারণ করে।

এই ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে মুক্তির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রতিহত করা সম্ভব। ধর্মীয় উন্মাদনা প্রায়শই অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মানবতা ও সহনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে। যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমাজের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এই ধর্মীয় উন্মাদনা প্রকট হতে শুরু করেছে। তার কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা সম্বন্ধে সীমিত জ্ঞান প্রদান করা হয়ে থাকে।ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ ব্যাখ্যা না করে ভুল অর্থ নিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে। আসলে রাষ্ট্র থাকবে ধর্ম নিরপেক্ষ। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচার করা। তৎসঙ্গে রাষ্ট্র এবং সমাজের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রয়োগ করা। তাহলে ধর্মীয় উন্মাদনার প্রভাব কমতে পারে। রাষ্ট্রের উচিত ধর্মকে ব্যক্তি বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং রাষ্ট্র বা সামাজিক নীতিতে ধর্মের হস্তক্ষেপ কমানোর জন্য সচেতনভাবে নীতি নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার জন্য কবিগুরুর কথায় "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" এর জন্য চাই পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নিজেদের মধ্যে সংলাপ, আলোচনা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সম্পর্ক স্থাপন করা। তাদের জীবন যাত্রা সহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে অল্প বিস্তর জ্ঞান অর্জন করা। এটা করলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় উন্মাদনা কমাতে পারস্পরিক সম্মান ও যোগাযোগের বিকল্প নেই। এই পারস্পারিক সম্মান ও যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য ছোট ছোট গ্রুপ করে অন্য ধর্মের মানুষের বাড়িতে গিয়ে আলাপ আলোচনা করা। পাশাপাশি এ বিষয়ে সতর্ক থাকা যে কমবেশি সমস্ত ধর্মে মৌলবাদ দেখা যায়। এই ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা থেকে আসে পারস্পরিক ঘৃণা। তাই সমস্ত ধর্মের মৌলবাদকে চিহ্নিত করে তার বিরোধিতা করা এবং সমাজে উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া সংস্কৃতির বিনিময় ও প্রয়োগের ভূমিকা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে মানুষকে ঐক্য ও সহনশীলতার বার্তা দেওয়া যায়। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি মানুষকে যুক্ত করতে পারে, যা ধর্মীয় উন্মাদনার বিপরীতে কাজ করে।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা থেকেও ধর্মীয় উন্মাদনা কাজ করে। অনেক সময় মানসিক চাপ, হতাশা, কিংবা ভ্রান্ত ধারণা থেকে সম্প্রদায়িক মন সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করে মানুষকে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা হল ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের মাঝে যুক্তিবাদ, মানবিকতা এবং সহনশীলতার বোধ জাগ্রত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শাসনব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি করে শাসকরা জনগণের মনোযোগ প্রকৃত সমস্যা থেকে সরিয়ে রাখছে, এবং শোষণ অব্যাহত রাখছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই আসলে এই শোষণের মূল শিকার, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, কারণ তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। এই শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে, জনগণকে ধর্মীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং শাসকের প্রকৃত কৌশল বুঝতে হবে।

***মতামত লেখকের নিজস্ব

মায়ানমারের বিদ্রোহীরা কি পারবে চিনের ফাঁদ থেকে বের হতে

থান এন ওও

বিভিন্ন জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠী ও পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফএস) কাছে একের পর এক লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে মায়ানমারের সামরিক জান্তার স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের পতন এখন দৃশ্যমান একটি বাস্তবতা।

সে কারণেই, এই সন্ধিক্ষণে মিয়ানামারে চীনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিষয়টি মোটেও কাকতালীয় ঘটনা নয়। চীনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মায়ানমার সফর, জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর নেতাদের সঙ্গে দেখা করা এবং মায়ানমারের জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের বেইজিংয়ে আমন্ত্রণ—সব কটি ঘটনায় এই ইঙ্গিত দেয় যে মায়ানমারকে চীন দৃঢ়ভাবেই নিজের প্রভাববলয়ে রাখতে চায়।

চীনের আনুষ্ঠানিক নীতি হচ্ছে, মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না; কিন্তু বাস্তবে চীন মায়ানমারের সংঘাতের সঙ্গে জড়িত দুই পক্ষের সঙ্গেই সম্পর্ক দৃঢ় রাখার কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, মায়ানমারে চীনের নিজেদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা।

চীনের সঙ্গে মায়ানমারের জান্তার প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া। এ দুটি দেশই জাতিসংঘে তাদের ভেটোক্ষমতা ব্যবহার করে জান্তা সরকারকে সুরক্ষা দিচ্ছে। একই সঙ্গে চীন তাদের সীমানা লাগোয়া অঞ্চলে বেশ কয়েকটি জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে। এই গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরেই স্বায়ত্তশাসনের লড়াই করে আসছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বেইজিং এমন একটি মায়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যাতে করে জান্তার দুর্বল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের মধ্য মায়ানমারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে, আর প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর হাতে থাকবে।

চীন সম্ভবত তাদের এই বন্দোবস্তকে বৈধতা দেওয়ার জন্য একটা নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করছে। জাতীয় আসেম্বলিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর আসন ভাগাভাগি করতে চায়। যেকোনো মূল্যে চীন মায়ানমারে অস্ত্রবিরতিকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। মায়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ চায়, রাজনীতি থেকে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব যেন পুরোপুরি মুছে যায়, জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু সামরিক বাহিনীর ভূমিকা থাকে; কিন্তু মিয়ারমার প্রশ্নে চীন যে পথ নিয়েছে, সেটি সংখ্যারগরিষ্ঠ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। এটা সুপরিচিত ব্যাপার যে চীন কৌশলের সঙ্গেই মায়ানমারের জান্তার ওপর ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের আক্রমণের অনুমোদন দিয়েছে। এই আক্রমণে তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও আরাকান আর্মি অংশ নেয়। এই আক্রমণ অভিযান অনুমোদনের কারণ হলো, পরবর্তীকালে চীন যেন হাইগেং যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

যাহোক, চীন কয়েকটি জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীর সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছে। নতুন মায়ানমারে যদি একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যায়, তাহলে এই গোষ্ঠীগুলোর অনেকগুলোই চীনের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, যুদ্ধ বন্ধে চীনের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও টিএনএলএ খোলাখুলিভাবে পিডিএফএসকে সহযোগিতা করেছে। পিডিএফএস মায়ানমারের গণতান্ত্রিক শক্তি ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি), যারা ছায়া সরকার গঠন করেছে তাদের সশস্ত্র গোষ্ঠী।

চীন আনুষ্ঠানিকভাবে এনইউজির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে দ্বিধা করে। এর কারণ হলো, এনইউজির সামর্থ্য নিয়ে তাদের অবিশ্বাস আছে অথবা গোষ্ঠীটির ওপর পশ্চিমা প্রভাবের ব্যাপারে তারা শঙ্কিত।

এ ছাড়া একেবারে সীমান্তের দোরগোড়ায় যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম নেয়, তাহলে সেটি বেইজিংয়ের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। যাহোক চীনের অবস্থান মায়ানমারের ভেতরে এনইউজির ব্যাপক জনপ্রিয়তার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে এনইউজি সুনির্দিষ্ট কিছু জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীর সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ। এরা হলো কারেন, কারেননি, কাচিন ও চিন রাজ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠী। সম্মিলিতভাবে এদের কেওসি জোট বলা হয়। এদের মধ্যে কাচিনের সঙ্গে চীনের সীমান্ত রয়েছে।

এর বিপরীতে নর্দান শান রাজ্য ল্যান্ডলক হওয়ায় এখানকার জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠী তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্য সবকিছুর জন্য চীনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বেইজিং নর্দান শান রাজ্যের রাজধানী অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে এমএনডিএএ। চীন দুই দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ফলে এখন এই অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠীকে টিকে থাকার জন্য টোল সংগ্রহের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি রুইলি সিটি স্টেট সিকিউরিটি কমিশন একটি চিঠিতে দাবি করেছে, টিএনএলএকে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এ ঘটনা চীনের আরও অসন্তোষকেই ইঙ্গিত করে।

মায়ানমারের সীমান্তে সম্প্রতি নিরাপত্তা মহড়া চালিয়ে চীন তার সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেছে। চীনের এই ধরনের কর্মকাণ্ড মায়ানমারের সেনাবাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে। শান ও কাচিন রাজ্য থেকে সেনা সরিয়ে অন্য রাজ্যের জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠী, যেমন কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, আরাকান আর্মি ও কারেননি ন্যাশনালিটিস ডিফেন্স ফোর্স এবং পিডিএফএসের বিরুদ্ধে সেনা নিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। এ কারণে কারেননি রাজ্যের রাজধানী সেখানকার কারেননি ন্যাশনালিটিস ডিফেন্স ফোর্সের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে মায়ানমার সেনাবাহিনী।

এ ঘটনা মায়ানমারের বিপ্লবী বাহিনীগুলোকে চীনের জবরদস্তির বিরুদ্ধে একটা পথ খুঁজে বের করার গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের কাছে মায়ানমার ভূরাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য, তাইওয়ান অথবা ইউক্রেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে কারণে চীনের ওপর নির্ভরশীলতা পুরোপুরি কাটিয়ে মায়ানমারের বিরোধী শক্তিগুলোকে নিজেদের সরবরাহব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

থান এন ওও, মায়ানমারের গণতান্ত্রিক কর্মী এবং ফ্রি মায়ানমার অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সহপ্রতিষ্ঠাতা

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

কফি হাউসে কবিতা পাঠে ভাঙড়ের ত্রয়ী কবি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: উত্তর কলকাতার কফি হাউসের বইচিত্র সভাঘরে সাহিত্য অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের তিন কবি। ত্রৈমাসিক রোড ম্যাপ সাহিত্য সংস্থা এদিনের সাহিত্য আসর আয়োজন করে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শনিবার বিকালে অনুষ্ঠান টি হয়।

স্বরচিত কবিতা "নজরুল নজরুল" পাঠ করেন ভাঙড়ের মাছিভাঙা গ্রামের বাসিন্দা খামারাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ভাঙড়ের জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা কারবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ফারুক আহমেদ। স্বরচিত কবিতা "তোমার চুলের ঘ্রাণ" পাঠ করেন ভাঙড়ের মাঝেরহাট গ্রামের বাসিন্দা ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাইদুল মোল্লা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাইফুল্লাহ শামীম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রোড ম্যাপ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এম এম আব্দুর রহমান। কবিতা পাঠের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের ডালিতে ছিল বক্তব্য, গান ও নাটক। অনুষ্ঠানে "নজরুল ১২৫" বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়ে সচেতনতা সভা নৈনানে

জাকির সেখ ● নৈনান

আপনজন: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলস নৈনান ব্লক জামিয়াতে উলামার উদ্যোগে নৈনান মল্লিকপাড়া জুমুআ মসজিদে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান ও খানকাহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনের সভায় ১৫০ টিরও বেশি মসজিদের মুতাওয়াল্লি ও ইমাম সাহেবরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি আমিনুদ্দিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইন এনে মূলত মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের উপর আঘাত করতে চাইছে। আমরা ইমেইলের মাধ্যমে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছি। মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ ও কবরস্থান হিফাজতের জন্য প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবো। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মাসুদ করিম ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হলে মুসলমানদের কি কি ক্ষতি হবে সেই কথা তুলে ধরেন। জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান বলেন ওয়াকফ সম্পত্তি হিফাজতের জন্য সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জমিয়তে উলামার সহ সম্পাদক মাওলানা ইব্রাহিম খান, সহ সম্পাদক মাওলানা আমিনুর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা আবুল খায়ের, কোষাধ্যক্ষ হাফেজ জুবায়ের হোসেন প্রমুখ।

ডালখোলা কলেজে উত্তর বাংলার ইতিহাস নিয়ে জাতীয় সেমিনার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর বাংলার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ইতিহাসের আলোচনায় বিদ্যমান ফাঁকগুলো পূরণ করতে সহায়ক হবে। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য পরিচিত।

ডালখোলা শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয় আয়োজিত এই আলোচনাসভায় প্রাচীনকালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, নদীর ইতিহাস এবং পুরাণগত মানচিত্রায়নসহ উত্তর বাংলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর গবেষণা ও আলোচনা হবে। এই অঞ্চলের ভূমি ও প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পের বিকাশের সাথে ঐতিহ্যগতভাবে জড়িত। পুন্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধ ইতিহাস, পাল সাম্রাজ্যের শাসনকালে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ এবং তুর্কো-আফগান যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতা উত্তর বাংলার ইতিহাসকে আরও বৈচিত্র্যময় করেছে।

এই সেমিনারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের আলোচনায় উত্তর বাংলার বিশেষ অবদান তুলে ধরা। কলেজের অধ্যক্ষ ড. জয়ীতা বসু , ড. লীনা সরকার ভাদুড়ি, জয়শ্রী দাস (সংযোজক), ড. সনাত কে অধিকারী (সংযোজক), এবং উত্তম দাসের (যুগ্ম সংযোজক) উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

চারদিকে ঝোপঝাড়, আগাছা, দেওয়ালে ফাটল, তার মধ্যেই চলে আসছে স্বাস্থ্যসেবা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হঠাৎ করে ছবিটা দেখলে মনে হবে কোনও ভুতুড়ে বাড়ি! চারদিকে ঝোপঝাড়, আগাছা, দেওয়ালে ফাটল। কিন্তু না, এটা কোনও পোড়া বাড়ি নয়। এটা হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাবরা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তবে পরিসেবা বন্ধ নেই। গত তিন বছর ধরে গ্রামের কমিউনিটি হল ঘর থেকে পরিসেবা দিয়ে আসছে কর্মীরা। প্রশাসনকে একাধিকবার লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েও হয়নি কোনো সমাধান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের ধারে রয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে একটি ঘরে চলছিল উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। এরপর ২০১০ সালে জেলা পরিষদ থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাশেই দুই তলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়। অভিযোগ, ভবনটি ১৪ বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক দিনের জন্যও চালু হয়নি। জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, পোকামাকড়ের বাসা হয়ে উঠেছে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৩১ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করার ফলে তিন বছর আগে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গাটি অধিগ্রহণ করে নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেই থেকে কমিউনিটি হল থেকে পরিসেবা দিয়ে আসছে কর্মীরা। যদিও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ী বলেন, পুরনো উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ভেঙ্গে নতুন করা হবে। জেলায় ২৮৭ টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ৭৫ টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জাবরা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিও জন্য জমি না পাওয়ার কারণে থমকে রয়েছে কাজ। জমি পাওয়া গেলেই রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হবে। সেখান থেকে অনুমতি পেলেই নতুন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন তৈরির কাজ শুরু হবে। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার শবনম খাতুন বলেন,আমি ১৪ বছর ধরে এই কেন্দ্র থেকে এলাকার মানুষকে পরিসেবা দিয়ে আসছি। মহেন্দ্রপুর ও ভিঙ্গল দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারোটি গ্রামের মানুষ এই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিসেবা নিতে আসেন। এই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আটজন আশা কর্মী,একজন সিএইচও ও দুইজন সিএইচএ রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, আমি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেজেলায় বিষয়টি জানিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গৌর দাস বলেন, গ্রামের কমিউনিটি হলে চলছে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তবে গ্রামবাসীদের কখনো কখনো বিয়ের অনুষ্ঠান বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের জন্য হলটি প্রয়োজন হয়। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার করতে পারে না গ্রামের মানুষ। এই নিয়ে সমস্যায় আছি।

স্বামীর ঘরে থাকতে চেয়ে ছেলে ও মেয়েকে সাথে নিয়ে ধরনায় গৃহবধূ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: স্বামীর ঘরে থাকতে চেয়ে ছেলেকে মেয়েকে সাথে নিয়ে ধরনায় বসলেন মহিলা। শনিবার সকাল আটটার সময় ওই গৃহবধূ তার স্বামীর ঘরে থাকতে চেয়ে বড়ঞা থানার কুলি চৌরাস্তা মোড়ে। দুই সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ইলেকট্রিক দোকানের সামনে ধর নাই বসেন।

ওই গৃহবধূর নাম দীপিকা দাস। বাড়ি বড়ঞা থানার পাঁচথুপি গ্রামে। তিনি বলেন দুই পরিবারের সম্মতিতে আমাদের বিয়ে হয়। আমাদের দুটি সন্তানও আছে। তবে গৃহবধূর অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁর স্বামী অন্য একটি মহিলার সঙ্গে সংসার করেন। তাই পাঁচ বছর ধরে সাংসারে টাকা পয়সা কিছু দেয় না। আমি এই বিষয়ে গ্রামে অনেকেই জানিয়েছি। কিন্তু কিছুতে কিছু হচ্ছে না। তাই আজ আমি স্বামীকে ফিরে পেতে ধরণায় বসেছি। ওই গৃহবধূকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই বাড়িতে স্বামীর কাছে থাকতে চেয়ে ধরনায় বসেন। ঘটনায় বড়ঞ থানা এলাকার শোরগোল পড়েছে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বড়ঞা থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ আসার আগে চম্পট দেয় ওই যুবক। যুবকের নাম হেমন্ত দাস বাড়ি বড়ঞা থানার রুহিনা গ্রামে। প্রায় ১৫ 'বছর আগে ওই গ্রামের হেমন্ত দাসের সঙ্গে বড়ঞ থানার পাঁচথুবী গ্রামের বাসিন্দা দীপিকা দাসের বিয়ে হয়। এদিকে কিছুদিন ধরে ভাড়া বাড়িতে অন্য মহিলাকে নিয়ে থাকেন হেমন্ত । অভিযোগ,কিছুদিন থেকে গৃহবধু তার স্বামী হেমন্ত দাসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে পারছেন না। । হেমন্তকে মোবাইলে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরছেন না।

এরপর এদিন হলদিয়া ফারাক্কা বাদশাহী সড়কের পাশে ওই গৃহবধূ স্বামীর ফিরে পেতে ধরণা বসেন। কুলি চৌরাস্তা এলাকায় হেমন্ত দাসের ইলেকট্রিক দোকানে আছে । দুই সন্তানকে নিয়ে ধরনায় বসেন ওই গৃহবধূ। এইভাবে দোকানের সামনে বসে থাকতে দেখে এলাকায় মানুষ ভিড় জমায়। যদিও ওই যুবকের মা ছায়া দাস, বলেন ওই মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিইনি।

বড়ঞা থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

বিহারগামী বাসের পথভ্রষ্ট বালক উদ্ধার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বিহারগামী বাস থেকে নেমে পথভ্রষ্ট দুই নাবালক উদ্ধার করে পরিবারে ফেরালো পুলিশ। পুলিশের প্রচেষ্টায় নাবালকদের ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছেন পরিবার সদস্যরা। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাত আড়াইটার সময় গলসির থানার উড়া মোড়ের কাছাকাছি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। পেট্রোলিং করার সময় কতব্যরত পুলিশ অফিসার দেখেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওই দুই নাবালক। পুলিশ তাদের পথ আটকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানাই তারা বিহারের গয়া এলাকায় তাদের বাড়ি ফিরতে চান। পুলিশকে নাবালকরা জানাই, বর্ধমানের কোন এক জায়গায় বাস থেকে নেমে তারা খাবার কিনতে গিয়েছিল। এরপর খাবার কিনে বাসের কাছে ফিরতেই বাস তাদের ছেড়ে চলে যায়। এরপরই বাড়ি ফিরতে তারা ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটতে থাকে। শুগভীর রাতেই পুলিশ তাদের গলসি থানায় আনে। এরপরই গলসি ওসি অরুন কুমার সোম তাদের খাবার খাওয়ান। তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাতেই পরিবারের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করেন অরুনবাবু। শুক্রবার সন্ধায় পরিবারের লোকেরা গলসি থানায় এলে পুলিশ ওই নাবালকদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

সর্প দংশনে ওঝার দ্বারস্থ, মৃত্যু বধূর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: সাপের কামড়ে এক বধুর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত বধুর নাম মমতাজ সরদার(৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ব্লকের চন্দনেশ্বর কৈয়া রাজাপুর গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,বাসন্তী ব্লকের চাঁখালি বল্লারটোপ এলাকার বাসিন্দা বধু মমতাজ সরদার। গত একসপ্তাহ আগে ভাঙড় এলাকায় বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন। গভীর রাতে তাঁর ডান হাতে তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপ কামড় দেয়। জ্বালা করতেই ঘুম ভাঙে ওই বধুর। যদিও সাপ দেখতে পাননি। ঘুম থেকে তড়িঘড়ি উঠে পরিবারের সদস্যদের ঘটনার কথা জানায়। পরিবারের লোকজন ওই বধুকে নিয়ে রাতেই স্থানীয় এক ওঝার বাড়িতে হাজির হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বধুর পরিবারের লোকজন সেখানে থেকে উদ্ধার করে শনিবার সকালে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কান্দিতে চুরি হওয়া সোনা উদ্ধার

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: ৯ লক্ষ টাকার সোনার গহনা উদ্ধার করল কান্দি থানার পুলিশ। সু কৌশলে আনুমানিক নয় লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গহনা ছিনতাই করেও শেষ রক্ষা হলনা। চুরি করা শোনা পাচার করতে গিয়ে অবশেষে পাকরাও এক মহিলা । উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকার সোনার গহনা।

জানা গেছে,গত ১৩ সেপ্টেম্বর কান্দি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তৌফিকা নামে এক মহিলা তার নিজের সোনা বিক্রি করতে এসেছিল সেই সময় তাকে ফুসলিয়ে , ভুল বুঝিয়ে সুকৌশলে অপর এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়, সেই ব্যাগের ভিতরই ভরা ছিল এই সোনার গহনা। পরে সেই ঘটনার ৯ দিন পর কান্দি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের ভিত্তিতে পুলিশ সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ২২ তারিখ খড়গ্রাম থানা এলাকা থেকে রেখা বিবি নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে কান্দি থানার পুলিশ।

প্রায় নয় লক্ষ টাকার সোনার গহনা সহ মহিলা কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত মহিলাকে গত ২৩ তারিখ কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে, আদালত পুলিশ কে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানায় ধৃত মহিলার নাম - রেখা বিবি।

নৌকা আছে, মাঝি নেই, তবে পারাপারের ভাড়া মাত্র এক টাকা!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সুন্দরবনের কাশীনগরে এখনো আছে নৌকা, তবে নেই মাঝি,কিন্তু খাল পারাপারের ভাড়া মাত্র এক টাকা।আছে নৌকা। নেই মাঝি। তবু পারাপারের জন্য এই নৌকাই ভরসা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের কাশীনগরে। সাঁকো হিসেবে যার ওপর দিয়ে খাল পারাপার করেন বাসিন্দারা। এর জন্য তাঁদের দিতে হয় জনপ্রতি এক টাকা করে। স্থানীয়রা ছাড়াও নিয়মিত এই পথ ব্যবহার করেন এলাকায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা।প্রায় ৪৫ বছর আগে এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ বৈদ্যর বাবা জ্যোতিষ বৈদ্য মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের কাশীনগরে এই খাল পারাপারের জন্য এই নৌকার ব্যবস্থা করেন। তখন নদীতে নাব্যতা থাকায় জল এসে খাল ভরিয়ে তুলত। পরবর্তী সময়ে নাব্যতা কমে যাওয়ায় খালেও জলের পরিমাণ কমতে থাকে। ধীরে ধীরে মজে যেতে থাকে এই খাল। জমা হতে শুরু করে কচুরিপানা।আর কচুরিপানা যত বাড়তে থাকে ততই কমতে থাকে নৌকা চালানোর জায়গা। এরপর তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু খাল পার হতেই হবে। তাই আড়াআড়িভাবে দুটি নৌকা জলে ভাসিয়ে নৌকায় ওপরে বানিয়ে ফেলা হয় সাঁকো।যেটাই পারাপারের জন্য ব্যবহার করতে থাকেন যাত্রীরা। বিনিময়ে তাঁদের দিতে হয় এক টাকা করে। যা সংগ্রহ করেন জ্যোতিষ বৈদ্যর ছেলেরা।সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকে এই নৌকা পরিষেবা। প্রতিদিন পারাপার করেন ৩০০-৪০০ জন যাত্রী। যাদের মধ্যে একটি অংশের মতে, ঐতিহ্য হিসেবে এই নৌকা থাকুক আবার আরেকটি অংশ চাইছেন নৌকা সরিয়ে পাকাপাকিভাবে সেতুর ব্যবস্থা হোক।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,আমরা প্রতিদিন এই নৌকার সাঁকো ব্যবহার করি। 'কাশীনগর বাস স্ট্যান্ড থেকে বাজারে পৌঁছতে অনেকটা দেরি হয়। এই পথে গেলে সময় অনেক কম লাগে। সেজন্যই এক টাকার বিনিময়ে আমরা এই পথ ব্যবহার করি।আর এই পারাপারে আমাদের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়।পুরো নস্টালজিয়ায় চলে যাই।

বিশ্বনবী দিবস পালন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার হাওড়া জেলার আমতা থানার তাজপুর মিরপাড়াতে বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল ইসলামিক মাহফিল, কেরাত ও গজল প্রতিযোগিতা ও গুনিজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দুপুর থেকে কেরাত ও গজল প্রতিযোগীতা হয় ও মাগরিবের পর সফলদের পুরস্কৃত করা হয় এবং এলাকার ইমাম, মুরুব্বি ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ, তিনি বিশ্বনবীর আদর্শ ও মুসলমানদের করণীয় কি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যে ফুটে ওঠে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে মুসলমানদের সচেতন হতে হবে, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এবং তিনি মায়েদের কাছে আবেদন রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা পীর ওমর সিদ্দিকী। আয়োজনের ছিলেন জলসা কমিটির সভাপতি হাজি ওয়ারেশ আলী সাহেব, সৈয়দ রেজাবুল, সৈয়দ মেহের আলী, সৈয়দ কলিমুদ্দিন, সৈয়দ হাকিম, আহমেদ মীর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ আব্দুল মীর।

আমতায় ত্রাণ বিতরণ সাংসদ সাজদার

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন:বন্যা কবলিত আমতা-২ নং ব্লকের থলিয়া, বি.কে বাটী, অমরাগোড়ী, ঝিকিরা,ভাটোরা এবং জিবি চিৎনানএলাকার বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষদের জন্য উলুবেড়িয়া লোকসভার সাংসদ সাজদা আহমেদের ব্যবস্থাপনায় ত্রান বিতরণ করা হল। এদিন সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাদ্দাম(বান্টি), তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান গোলাম খাঁন,বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তাপস হাজরা, আইনজীবী রমেশ পাল, নব সানা, মোর্তাজা আলী,পলাশ গুঁই,মুরারী মেটে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাধারণের জন্য নলকূপ বসানো হল কর্মাধ্যক্ষর শ্বশুর বাড়িতে!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কথা ছিল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারি প্রকল্পে গ্রামের উপযুক্ত স্থানে খনন করা হবে নলকূপ। কিন্তু অদৃশ্য ক্ষমতাবলে সেই নলকূপই খনন করা হল পঞ্চায়েত সমিতির খোদ বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষর শ্বশুরবাড়িতে। এমন অভিযোগেই আপাতত শোরগোল পড়েছে বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের নিয়াশা গ্রামে। একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে পার্শ্ববর্তী শালুকা গ্রামেও। এই দুটি নলকূপ খননে বেনিয়মের বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনার তদন্তের দাবীতে বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা। লিখিত ভাবে অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন।

বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের ভেদুয়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সরকারি প্রকল্পের টাকায় চারটি নলকূপ খননের নির্দেশিকা জারি হয়। কথা ছিল শালুকা গ্রামে জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী জায়গায় এবং নিয়াশা গ্রামে উদয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে খনন করা হবে। কিন্তু সম্প্রতি গ্রামবাসীরা দেখেন নিয়াশা গ্রামে একটি নলকূপ খনন করা হয়েছে নিয়াশা গ্রামে দুলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ দুলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ কৃপাসিন্ধু পন্ডার শ্বশুর হওয়ায় প্রভাব খাটিয়ে তিনি সরকারি প্রকল্পের টাকায় নিজের বাড়িতে ওই নলকূপ খনন করিয়েছেন। তবে শুধু নিয়াশা গ্রামেই নয় পার্শ্ববর্তী শালুকা গ্রামেও সরকারি প্রকল্পের নলকূপ খনন করা হয়েছে স্বপন লোহার নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে। পাশাপাশি দুটি গ্রামে নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রে এই বেনিয়মের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন দুটি গ্রামের বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্তের দাবীতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে ইন্দপুরের বিডিওর কাছে। তদন্তের দাবীতে সরব হয়েছে ভেদুয়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী সদস্যরাও। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্তে নেমেছে ব্লক প্রশাসন। যদিও তৃনমূল পরিচালিত ভেদুয়াশোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুরোপুরি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচি পালন বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নেহরু যুব কেন্দ্রের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে একপক্ষ কাল ব্যাপী চলছে 'স্বচ্ছতা হি সেবা -২০২৪' কর্মসূচি । জেলার বিভিন্ন ব্লকের বেশ কিছু ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতায় ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ২ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত। ১৭-২৯ বছর বয়সী যুবক যুবতীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগিয়েছে। স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, বাসস্ট্যান্ড, স্টেশন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অফিস প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে আবর্জনা, আগাছা, প্লাস্টিক ইত্যাদি পরিবেশের ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থকে পরিষ্কার করে সমাজ সেবা তথা সমাজ সচেতনতায় এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই নেহরু যুব কেন্দ্রের বালুরঘাট শাখার এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে জেলার যুব সমাজে । এর সাথে যুক্ত হয়েছে বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

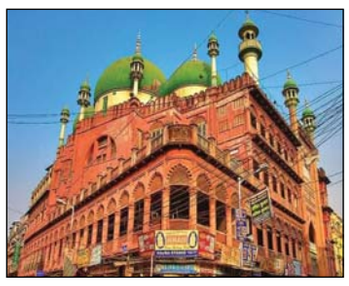

- প্রবন্ধ: শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ
- নিবন্ধ: সিলেক্টেডের সাইড ইফেক্ট
- অণুগল্প: হাওয়া বদল
- কবিতা: আরজিকর
- ছড়া-ছড়ি: শরৎ এলে

আপনজন ■ রবিবার ■ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ

শহর কলকাতায় এখন মুসলমান সমাজের আধিপত্য আর অতীত দিনের মতো নেই। অথচ, শহর কলকাতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে মুসলমানদের পদচারণা। শহর কলকাতার উত্থানের সঙ্গে তাই মুসলমান ভাবানুষঙ্গ সম্পৃক্ত। কলকাতার ইতিহাস-ঐতিহ্যের মশাল জ্বালানোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান আজ বিস্মৃতপ্রায়। নওয়াব যুগ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তীতে শহর কলকাতায় মুসলমানদের সেই অনালোকিত ইতিহাস রোমন্থন করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানী **খাজিম আহমেদ।**

১৮ শতকের কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি, এই ভৌগলিক অঞ্চল বস্তুত খুব স্বাভাবিক অর্থে বসবাসযোগ্য ছিল না। ষোড়শ শতকের পর থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি হিন্দুস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগমন করতে থাকে। যেমন-- পোর্তুগীজ, ডাচ্, ওলন্দাজ, দিনেমার, আর্মেনিয়ান, ফরাসী এবং বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এদের মধ্যে ইংরাজরা সবার শেষে এলেও পরিস্থিতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৎকালীন তুর্ক-আফগান শাসনের শেষের দিকের যৎকিঞ্চিৎ সময়পরবর্তীতে অতি শক্তিশালী মুঘল শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতার ফলে অন্যবিধ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে দুর্বল করে ফেলে এবং ইংরাজ বণিকগোষ্ঠী পরিস্থিতিগত কারণেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর সবিশেষ কারণ ছিল মুঘল শাসকবর্গ ও তাদের প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা ইংরাজরাই বস্তুত ভোগ করেছিল।

উন্নত অর্থব্যবস্থার টানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথমে সুবে বাংলার দিকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয় এবং সাফল্যও পায়। ১৭০৭ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তৎকালীন সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে জিলা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। এর ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর, ফারাক্কাবাদ, ভগবানগোলা, লালগোলা, আখেরিগঞ্জ, কালিকাপুর এবং বহরমপুর তৎকালীন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক নানান কারণে তৎকালীন বাংলার শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দস্তক-এর অপব্যবহারের জন্য সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। স্বভাবতই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রায় দুশো কিমি দক্ষিণে তাদের আশ্রয়স্থল, ব্যবসাকেন্দ্র এবং ব্যবসাকে সুরক্ষিত করার জন্য চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া ইত্যকার স্থানের অন্যবিধ ইউরোপীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর থেকে আরও কিছু দক্ষিণে, কলকাতায় তাদের সামরিক শক্তির কেন্দ্রস্থল গড়ে তোলে এবং যুদ্ধ বা খণ্ডযুদ্ধের সম্ভাবনায় তারা তাদের দূর্গকে সুরক্ষিত করে। সময়ের প্রেক্ষাপটে এমনতর পরিস্থিতিতে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলো বঙ্গোপসাগর থেকে ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে দিয়ে নদীপথে সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাদের সংযোগ রাখত। ইংরাজ গোষ্ঠীর কলকাতায় এত রমরমার কারণ হল কেন্দ্রীয় মুঘল শাসক এবং বাংলার তৎকালীন শাসকবর্গের সেই সময়ের পৃষ্ঠপোষকতা। বস্তুত ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের নওয়াবিয়ানার জমানায় ২৪ পরগনার খাজনা আদায়ের অধিকারও তারা পায় এবং ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যিক ছাড়পত্র, দস্তক পাওয়ার পর তারা অতি শক্তিধর হয়ে ওঠে এবং নওয়াববর্গের বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংগোপনে নানা ষড়যন্ত্রের মারফত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের নামে একটি খণ্ডযুদ্ধের (skirmish) বা কামান লড়াই নাটকিয়ানার মধ্যে দিয়ে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ফলত এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি যে তৎকালীন মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতার মদতে কলকাতায় ব্রিটিশরা তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পেরেছিল। ইতিহাস সচেতন পাঠকবর্গ অবশ্যই এ বাবদে ওয়াকিফহাল যে, কলকাতার 'ইন্ডিজেনাস পিপল্' বা স্থানিক জণগণ সেখানে অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন ও বসবাস করত। এদের সঙ্গে হুগলি, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, নৈহাটি, কৃষ্ণনগরের লোকজনদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে কোনও মিল ছিল না। তৎকালীন কলকাতা অঞ্চলের লোকেদের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রা ছিল নিম্নমানের। পলাশিযুদ্ধের পর ইতিহাসের নয়াগতি এবং পরিস্থিতিগত কারণে কলকাতার বিভিন্ন ভূমি অঞ্চল মুর্শিদাবাদের নওয়াববর্গের কাছে থেকে ইংরাজরা কখনও উপঢৌকন, কখনও বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে লিখিতভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলকভাবে জোত-জমাদি হস্তগত করেছিল এবং সেই সমস্ত জায়গায় নাগরিক জীবন যাপনের জন্য নানাবিধ ইমারত, প্রাসাদ, নানান অট্টালিকা নির্মিত হতে থাকে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজকের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশাল ইমারতটি বাংলার নওয়াব মিরজাফর গিফট্ হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে এই ইমারতটি আলিনগরের (আজকের আলিপুর) বেলভেডিয়ার রোডের 'সাহেব বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন খান বাহাদুর আসাদুল্লা। অবশ্য সেই বছরই অবসৃত হন। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে আলিপুর চিড়িয়াখানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সেইসব অঞ্চল বাংলার নওয়াবদের থেকেই অধিকৃত হয়েছিল।

আজকের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশাল ইমারতটি বাংলার নওয়াব মিরজাফর গিফট্ হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে দিয়েছিলেন।

কলকাতা শহর অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অর্থাৎ Relatively young city. সুবে বাংলায় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কৃষ্ণনগর ও ব্যারাকপুর (বারবাকপুর) পুরনো শহর হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃত। বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে কলকাতা সর্ম্পকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম হিসাবে রাধারমন মিত্রের (১৮৯৭-১৯৯২) 'কলিকাতা দর্পণ' একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে ইউরোপের চার্লস ডিকেন্স 'কেন্ট' এবং 'হায়াম' নামক দুটো অঞ্চল সর্ম্পকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে স্থানাঞ্চল এবং মানবজীবন সেখানে এক হয়ে গেছে। "A Tale of two cities" তো প্রবাদবাক্য বা মিথের পর্যায়ে পড়ে। আর্থার হেমিংওয়ে-এর জীবনকে কি তাঁর প্রাণের শহর পাম্পালোনা থেকে আলাদা করা যায়? প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে সাধারণভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীপান্থের লেখা গ্রন্থ এবং ১৯ শতকী বাংলা সাহিত্যের কিছু গ্রন্থের যেমন---হুতুম পেঁচার নকশা, আলালের ঘরে দুলাল, কুলীন কুল সর্বস্ব, সধবার একাদশী, প্যারীচাঁদ মিত্রের নানাবিধ নকশা, টেকচাঁদ ঠাকুরের কলকাতার নানাবিধ দর্পণ থেকে কলকাতার সমাজসংক্রান্ত কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রকে জেমস লং, চার্লস ডিকেন্স ও মলিয়ের সাথে তুলনা করেছেন। তবে এঁরা প্রাচ্যবাদী (orientalist) ও 'ঔপনিবেশিক দালাল' পর্যায়ের আলোচক। কলকাতার উত্থান সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ হল– Echoes from old Calcutta-(Bastid), Calcutta Gazette Bengal past & present (Ref: The Statesman News Paper) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় হল এই যে একজন দক্ষিণ ভারতীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চক P. T. Nayar (পি. টি. নায়ার) (1933-2024) কলকাতার উত্থান সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করেছেন। তিনি খেদের সঙ্গে বলতেন– 'আরে, who knows the history of Calcutta!' তিনি সম্প্রতি চল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে কলকাতাকে জীবন্ত করে রেখে গেলেন। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল– "A history of Calcutta's street (1987)", "James Princep : Life & Work", "South-Indian's in calcutta", "Calcutta's Tarcentenary Bibliography-1993".

প্রকৃত অর্থে কলকাতা শহর ১৯ শতকের প্রথম থেকে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। হুগলি নদী বা গঙ্গা নদীর পশ্চিমদিকের জেলাঞ্চল থেকে যত লোক এসেছে, তার থেকে বেশি পরিমাণ লোক এসেছে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, নওহাটি (আজকের নৈহাটি), তিতুগড় (টিটাগড়), সৈয়দপুর (সোদপুর), বারবাকপুর (ব্যারাকপুর), বসিরহাট, বারাসত এবং অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ অংশের ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে। এইসব অঞ্চল থেকে বিস্তর লোকপত্র কলকাতায় নানাবিধ কাজ ও কায়িক পরিশ্রমের জন্য বসতি স্থাপন করে। যারা নয়াবসতি নির্মাণ করতে এল, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক বিচারে তথাকথিত নিম্নবর্গের মুসলমান। এই সমস্ত অঞ্চল থেকে দরিদ্র যে হিন্দুরা এসেছিল তারাও অধিকাংশ থেকে ছিল নিম্নবর্ণের। হালসময় থেকে ষাট বছর আগেও লবণহ্রদ এলাকায় গরিব মৎস্যজীবীরাই বসবাস করত। এই অঞ্চলটি জলাশয়ের মধ্যে পড়ে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ভূমিভিত্তিক এলাকাগুলোতে কৃষিজীবী মুসলমানরা চাষবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এই সমস্ত শ্রমজীবী লোকেরা কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যে অঞ্চলটিকে আধুনিক কলকাতার সীমারেখা বলে ধরা হয়, তার মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলো চারজন মুসলমান জমিদার দেখভাল করতেন।

সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থ "বাংলার নবজাগৃতি"-তে এই চারজন মুসলমান জমিদারের তথ্য উল্লেখ করেছেন। ১৯ শতকী কলকাতার উত্তরাংশের বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাঙালি মুসলমান জাগরণের অগ্রনায়ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নওয়াব আবদুল লতিফ। উক্ত অঞ্চলে ব্যাপক ওয়াকফ সম্পত্তি আজও দৃশ্যমান। যদিচ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো বেদখল হয়ে গেছে। দলিল দস্তাবেজ সাপেক্ষে সেগুলি কিন্তু আজও ওয়াকফ সম্পত্তি। সন্নিহিত আলমবাজার, কামারহাটি অঞ্চল ও একদা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে উত্তরাংশের এই আলমবাজার থেকে দক্ষিণে অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত মূল কলকাতার মানিকতলা, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের পীরের আস্তানা, আজকের দিনের খান্না সিনেমার পূর্ব দিকাঞ্চল নারকেলডাঙা, রাজাবাজার, মীর্জাপুর, বৈঠকখানা রোড, মওলা আলি (মৌলালি), এন্টালি, জোড়াগির্জা, পার্কসার্কাস, ৪নং পুল, শামসুল হুদা রোড, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ, সার্কাস অ্যাভিনিউ, নাসিরুদ্দিন রোড, কড়োয়া রোড, ঝাউতলা রোড (আজকের ফজলুল হক সরণি), পার্ল রোড, মল্লিকবাজার, পুরো পার্ক সার্কাস অঞ্চল, থিয়েটার রোড, ইলিয়ট রোড, ম্যাকলিয়ড স্ট্রিট, রিপন স্ট্রিট, আবদুল লতিফ স্ট্রিট, রডন স্ট্রিট (গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান তথা জলপাইগুড়ির নবাবদের বাসকেন্দ্র), পুরো তালতলা অঞ্চল, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড (ওয়েলেসলি স্ট্রিট), ধর্মতলা, জানবাজার, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট (মির্জা গালিব স্ট্রিট), জাকারিয়া স্ট্রিট ও কলুটোলা আজকের দিনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান এলাকা বলে পরিচিত। যদিও এই অঞ্চলগুলোতে কিয়দংশে ইহুদি, পার্সি এবং বিশেষত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জনবসতি উল্লেখযোগ্য হারে ছিল। বৌবাজারের বো-ব্যারাক অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মুসলমান এবং খ্রিস্টধর্মী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। বস্তুত মারাঠাডীচের (মারাঠাখাল) পূর্ব-উত্তরদিকে বেলগাছিয়া থেকে শুরু করে বাগবাজার গ্যালিফ স্ট্রিট, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, গিরিশ স্ট্রিট, আপার চিৎপুর রোড, (মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড), লোয়ার চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি), রাধাবাজার (লালবাজার), বিডন স্ট্রিট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (বিধান সরণি), সিমলা রোড (ঋষি অরবিন্দ সরণী), গ্রে স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ- এই অঞ্চলগুলো মূলত হিন্দু এলাকা হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে বিদ্বৎ সমাজের একটি বিরাট অংশ এই বিশ্বাস করে থাকেন যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে জব চার্নক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে সুতানুটি গ্রামে কুঠি স্থাপন করেন এবং সেই সুবাদেই নাকি কলকাতা নগরের পত্তন হয়েছে। কিন্তু একথা মোটেও যথার্থ নয়। তার কারণগুলি নিম্নরূপ:

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি লাভ করে। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজরা হুগলি জেলায় তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তৎকালীন মুঘল শাসকগোষ্ঠী ইংরাজদের বিতাড়িত করে। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের আগে মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ারের কাছ থেকে কোনও স্বীকৃতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পায়নি এবং ওই বছরই কোম্পানি তৎকালীন ২৪ পরগণার ৩৮টি গ্রাম কেনার চেষ্টা করলেও নওয়াবের বিরোধিতায় তারা সফল হতে পারেনি। উপরন্তু নওয়াব মুর্শিদকুলি খাঁ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি জন সুরম্যান ও এডওয়ার্ড স্টিফেনসনকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের সময়ে কলকাতার পথ অতি দুর্গম, ডাকাতির ভয়, পরিস্থিতি ভীষণই প্রতিকূল ছিল। কারণ সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসন এলাকা প্রায়ই ছিল না বললেই চলে। সেইসময়ে যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, নৌকা, পালকি ইত্যাদি ছিল। উপরোক্ত অঞ্চলে ইংরাজ জাতির পক্ষে কোনও মতেই বসবাস সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা কেন্দ্রীয় মুঘল শাসকের প্রতিনিধি এবং তৎকালীন বাংলার শাসক ও অভিজাত সমাজের সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষ ও মতবিরোধ চলছিল। দেশজ বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সর্ম্পকে ছিল খুবই খারাপ। এমনতর পরিস্থিতিতে জব চার্নক কলকাতার শহরের পত্তনকারী জমিদার একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোম্পানির সামান্য মাপের একজন কর্মচারী এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কলকাতা শহরের পত্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটালেন– সেটা যৌক্তিক অর্থে বাস্তবোচিত নয়। তাহলে এই প্রচারটির কারণ কি? ইসলামধর্মী মুসলমান শাসকদের হুকুমতকে যারা বিষবৎতুল্য মনে করত এবং যারা ব্রিটিশ শাসনকে 'বিধাতার আশীর্বাদ' স্বরূপ বিবেচনা করত, তারা এই মতের প্রবক্তা। এমন একটি শহর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জমিদান ও জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক নানান পরিস্থিতিতে এক নগর জীবনের শুরু হল– সেকথা ভাবতে এবং বিশ্বাস করতে বাঙালি জাতিসত্তার জন্য যারা গর্বিত, তাদের পক্ষে কষ্টদায়ক।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে ১৭৭৬-এর দিকে টাকশাল স্থানান্তরিত করল। যদিচ সিটি মুর্শিদাবাদের মাত্র ছ কিলোমিটার দক্ষিণে কাশিমবাজার এবং নয়াভাবে উত্থিত বহরমপুরে যে প্রশাসন ক্ষেত্র তৈরি করেছিল–এটি ব্যারাক স্কোয়ার নামে পরিচিত। যেখান থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাথমিক পর্যায়ে শাসন পরিচালনা করতেন। এমনবিধ সময়ে কোম্পানির চ্যার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতাতেই তাদের শাসন কেন্দ্র গড়ে তুলল। কেননা পলাশির যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঐতিহাসিক কারণেই অনেকখানি সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল। ইতোমধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফৎ একটা নতুন জমিদার শ্রেণি উত্থানের পথ প্রশস্ত করলেন। মুঘল নওয়াবি জমানার অভিজাতবর্গ সিটি মুর্শিদাবাদ ও প্রায়ই দ্বিতীয় রাজধানী হুগলিতে বসবাস করতেন। স্বভাবতই তারা এই নতুন পরিস্থিতিতে স্বস্তিবোধ করছিলেন না। তাদের সকল সম্পত্তি ও বিষয়াদি নিয়ে নিজ নিজ এলাকাতেই বসবাস করতেন। কিন্তু ব্যতিক্রম হল যারা ভাগ্যানুসন্ধানী এমন শ্রেণি যেমন শীল, বসাক, নন্দী, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, ক্ষৌরকার এমনবিধ লোকেরা ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য মারফৎ অর্থ উপার্জন করে ধনবান হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তারা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে। এইসময় কলকাতায় এইসব ধনাঢ্য বাঙালি হিন্দু সুবর্ণবণিক শ্রেণির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যায়--- লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, দত্তরাম দত্ত, রামমোহন পাল, মথুরামোহন সেন, নৃত্যচরণ সেন, রামসুন্দর পাইন, স্বরূপচাঁদ শীল, জগমোহন শীল, আনন্দমোহন শীল, স্বরূপচাঁদ আঢ্য, কানাইলাল বড়াল, সনাতন শীল, লক্ষীকান্ত ধর, মোতিলাল শীল, রামহরি বিশ্বাস, রামচরণ রায় ও নীলমণি মল্লিক (*সূত্র : 'বাংলার নবজাগৃতি' বিনয় ঘোষ এবং দ্য বেঙ্গল ডিরেক্টার অ্যান্ড আল-ম্যানাক– ১৮০৫, ১৮০৬*)।

এরা শিক্ষিত হয়ে ওঠার পরে নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে শুরু করে। (যেমন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ)। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপক অবদান রেখেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়ায় প্রথম মেডিকাল কলেজ হিসাবে কলকাতা মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা যেতে পারে এই ঘটনার মারফত হিন্দুস্তানের পূর্বাংশ আধুনিক হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, লেনদেন, জমিদারি ব্যবস্থার সুবিধাগ্রহণ, গ্রামীণ বাজার এলাকায় মহাজনী কারবার ও মজুতদার শ্রেণি ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। সমাজের এই নয়া উত্থিত শ্রেণি, যারা সমাজে আর্থিক দিয়ে বেশ স্বচ্ছল, তারা ক্রমে কলকাতায় বসবাসে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে এবং এই নয়া শ্রেণি আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে।

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মারফৎ তারা 'বাবুসমাজ' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠে। এরা প্রথম থেকে যথার্থ অভিজাত হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। ফলত, কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠায় এরা যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে,---এটা যথাযথভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদিচ তারা তাদের নিজস্ব অট্টালিকা, ইমারতাদি, নিজস্ব ব্যবসাকেন্দ্র, আমদানি-রফতানি কেন্দ্র স্থাপন করে নগরায়ণে অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল।

পুনশ্চঃ বলে রাখা জরুরি ব্রিটিশদের পূর্বেই নানা ইউরোপীয় জাতি তথা পর্তুগীজদের আগমন বাস্তব ঘটনা। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়াতে তারা স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার মুরগিহাটা অঞ্চল এককভাবে পোল্ট্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মুরগির ব্যবসার কারণে অঞ্চলটি 'মুরগিহাট্টা' নামে আজও পরিচিত। এই বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে জব চার্নকের আগেও ইউরোপীয় একটি জাতি সেখানে ব্যবসাজনিত কারণে সম্পৃক্ত ছিল। উপরন্তু জব চার্নক সংক্রান্ত কোনও নথি কলকাতা থেকে পাওয়া যায়নি। কলকাতা গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে মাদ্রাজ ফোর্ট উইলিয়ামে কিছু তথ্য রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত তথ্য আজও জনসমক্ষে সেভাবে আসেনি। পরিষ্কার উচ্চারণ করা যাক, কলকাতার আদি বসবাসকারীরা 'উচ্চ অভিজাত' নয় ভাগ্যান্বেষী, বর্ণবাদীদের চোখে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কলকাতায় বসবাস শুরু করে। এরা প্রাথমিক পর্যায়ের জনগণ। অথচ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে বাঙালি শিক্ষিত জাতিসত্তার দাপটে কলকাতার আংশিক ইতিহাসকে পূর্ণ ইতিহাস (Total History) বলে চালানো হচ্ছে। ***(এর পর আগামী সপ্তাহে)***

অনুলিখন : সাবিনা সৈয়দ

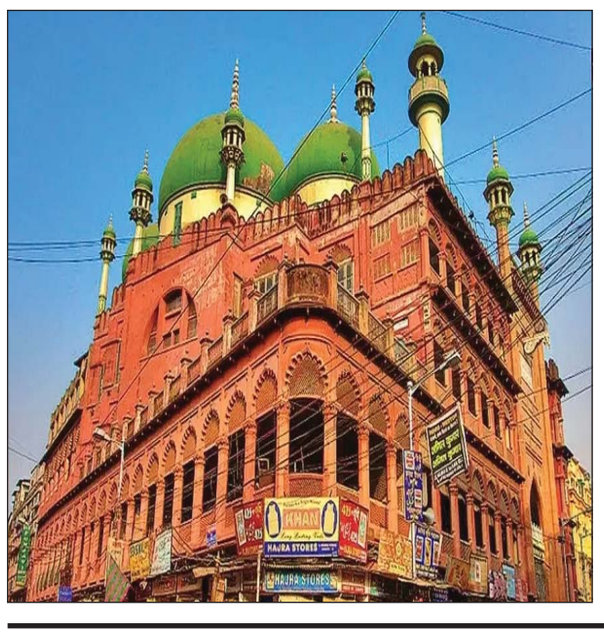

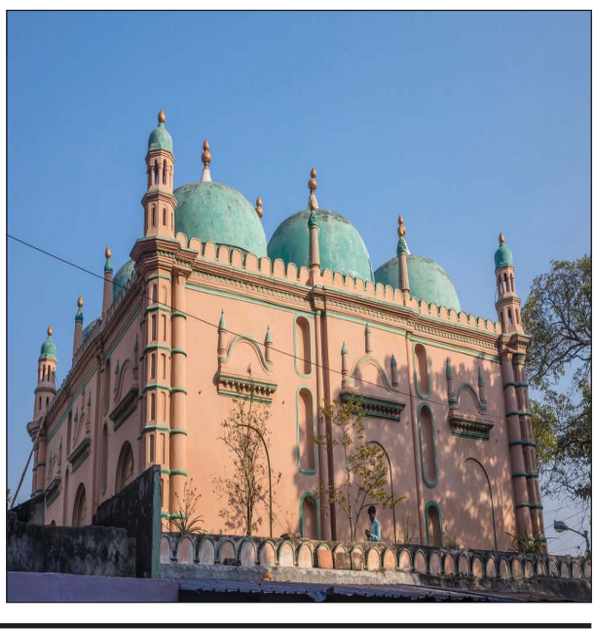

তন্ময় সিংহ

সিলেক্টেডের সাইড ইফেক্ট

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ার তার "টুয়েলভথ নাইট" নাটকে মহান হওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "কেউ কেউ মহান জন্মগ্রহণ করে, কেউ মহত্ত্ব অর্জন করে, এবং কিছুজনের উপরে মহত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। " রাজনীতির অঙ্গনে যদি আমরা শেক্সপিয়ারের এই "মহত্ত্ব" কে যদি আমরা বদলে নিই "দায়িত্বে" তাহলে আমরা বর্তমান রাজনীতির এক নতুন ধারার সন্ধান পেতে পারি ও বর্তমানের রাজনৈতিক নেতাদের পদপ্রাপ্তির ধারণা পাওয়া সম্ভব।
গত লোকসভা নির্বাচন থেকে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনী রাজ্যে ট্রেন্ড হচ্ছিল একেকজন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের পদ থাকার পরেও তারা বিপথগামী। সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে দেখছিল একজন মানুষ কি করে এত দায়িত্ব সামলাতে পারেন। রাজনীতির ময়দানে যাদের ভাগ্য ততোধিক বিকশিত হয়নি, তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য কিভাবে বদলে নেয়া যায় তার চেষ্টা শুরু করে দেয়। থালা বাজিয়ে , নেতার নামে সারাদিন বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ভজন গেয়ে, পরিচিত ও কানেকশন কাজে লাগিয়ে কোভিড পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ও টিভির পর্দায় জনপ্রিয়তা পেয়ে রাজনীতির মঞ্চে এগিয়ে যাই একদল তরুণ তরুণী সমস্ত দলের।
এইসব জনপ্রিয় মুখ রাই আস্তে আস্তে উঠে আসতে থাকে শাসক ও বিরোধী দলের হয়ে বিভিন্ন সভা সংসদে ও মিডিয়ার সামনে। এদের নেতৃত্বেই শুরু হয় উভয় পক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো। শাসকদলের পক্ষে এই সমস্ত নেতাদের ঘনিষ্ঠরা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন প্রশাসনে কাঠামোয় ও রাজনৈতিক কাঠামোয় "সিলেক্টেড" পদ পান অচিরেই তাদের ব্যক্তিগত পরিচিতির জন্য, আর বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা না থাকার পরেও তারাই তাদের মুখ হয়ে সন্ধ্যা বেলা সারা রাজ্যের মানুষের কাছে হাজির হয়। উভয় পক্ষেরই এই নেতাদের মাটির সাথে কোন স্পর্শ না থাকার জন্য এবং আন্দোলন থেকে উঠে না আসার জন্য আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধীরা, শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ ভুল গুলির সময়ও মিডিয়ার সামনে বাইট দিয়েই বা কলকাতা কেন্দ্রিক দু একটি কর্মসূচি করে, তাদের কাজ সম্পন্ন করছেন। আবার শাসকদলের প্রতিনিধিরা কোনরকমে ওই একই মিডিয়ার সামনে দু চার কথা বলে, দলের নির্দেশ মত দুই একটি কর্মসূচিতে মুখ দেখিয়েই, আন্দোলন কবে শেষ হয় তার জন্য দিন গুনছেন।
বিগত বাম সরকারের আমলে আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে রাজনীতি থাকার জন্য বিবিধ গন্ডগোল হলেও, ছাত্রাবস্থায় তারা নির্বাচনে অংশ নিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি হয়েছে। কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে বাহ্যিকভাবে অন্তত ব্যাক্তিগত ভাবে জনপ্রিয় হতে হয়।
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের নির্বাচনে বাম আমলে চিরদিনই ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ থাকলেও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কলেজগুলিতে তখনকার বিরোধী দল কংগ্রেস ও পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পেরেছিল এবং বর্তমান রাজনীতির অনেক মুখ ই ছাত্র আন্দোলনের ফসল, তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হল আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ইত্যাদির পরিচালন সমিতিতে নির্বাচন, নিয়মিত বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে নির্বাচন গুলোর সময়ও শাসক সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বহু জায়গাতে জয়ী হতো বিরোধীরা। বিরোধী এবং শাসক উভয় পক্ষই মানুষের কাছে পরিচিত মুখ এবং তৎকালীন দিনের ওই এলাকার জনপ্রিয় মুখ কে ভোটের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে সুযোগ নিতে চাইতো ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার। এই নির্বাচন অনেক সময় রক্তক্ষয়ী হলেও, কয়েক জোড়া চোখ তৈরি করে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠান গুলির নজর রাখার।
বর্তমান সময়ে প্রত্যেক বিদ্যালয় আমরা মাঝে মাঝেই যে সমস্ত গন্ডগোলের ছবি শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের মধ্যে আবার অনেক জায়গায় শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্যে দেখি টিভির পর্দায়, এছাড়াও আমরা বিভিন্ন দুর্নীতির যে অভিযোগ পাই হয়তো সঠিকভাবে নির্বাচিত কমিটি থাকলে এই সুযোগ আসতো না।
আসলে বামফ্রন্ট সরকার সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে তাদের সংগঠন বিস্তার করার জন্য ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকাল কমিটির সদস্যদের পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন ও কমিটি গড়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে একটি প্যারালাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। ২০১১ তে পালা বদলের পর শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ধারণা হয়, এই ধরনের প্যারালাল ক্ষমতার উৎস গুলি বিপুল মানুষের প্রত্যাশা নিয়ে আসা নব নির্বাচিত সরকারের জন্য ও ব্যক্তি নির্ভর দলের জন্য প্যারালাল ক্ষমতার উৎস জন্ম দিতে পারে ও ক্ষতিকারক হতে পারে। শুরু হয় নতুন এক প্রবণতা "সিলেক্টেড" ক্যান্ডিডেট দের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দেওয়ার। প্রশাসন নির্ভর এক নতুন ব্যবস্থার জন্ম হয় এই সরকারের আমলে এতে সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি প্রশাসনের যোগাযোগ সম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প কোনরূপ মিডিল ম্যান ছাড়াই যেমন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, সেরকমই সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে শাসক বিরোধী বিভেদ অনেক মুছে গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সকল মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু তারই মাঝে এই "সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট" দের উপস্থিতি অনেকটা গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন। প্রশাসনিক স্তরে কোন সমস্যা হলে বা দুর্নীতি হলে সাময়িকভাবে সেখানেই তা নিষ্পত্তি করার মত যোগ্যতা "সিলেক্টেড" দের না থাকায়, সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানের মুখাপেক্ষী হয়ে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আবার এই "সিলেক্টেড" রা আপোষ করে কোন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভুল কাজের বিরোধিতার বদলে এডজাস্ট করে করে গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের আখের ।
বিগত কয়েক মাসে এদের কার্যকলাপ ব্যাক ফায়ার করে সরকারের মুখ নষ্ট করার সাথে সাথেই এই সমাজটির সাথে সাধারণ মানুষের পরিচিত ঘটিয়েছে। যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি তাহলে লক্ষ্য করবো বিগত দশকে কিভাবে এই "সিলেক্টেড" রা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। স্কুল ও কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন পদে নিজেদের পরিচিত ও কলেজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি হিসেবে তার পরিচিত লোকেদের ভিড়, ছাত্র ছাত্রীদের দের মধ্যে শাসকদলের রাস আলগা করেছে যখনই ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করেছে কোন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনই আমরা দেখতে পেয়েছি "সিলেক্টেড" দের অসহায় অবস্থা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করতে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালের পরিচালন সমিতির মাথায় "সিলেক্টেড" লোকেদের বসে থাকা পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে প্রশাসনিক দুর্নীতির। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন নির্বাচন নেই তাই এলাকার তথাকথিত ভালো মানুষদের কমিটির মাথা হিসেবে বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিতে জনপ্রিয় নায়ক নায়িকাদের বিভিন্ন জায়গাতে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে যাতে তাদের পক্ষে সর্বক্ষণ সময় দেওয়ার ও মানুষের সহযোগিতা করার কোন সুযোগ না থাকে। এতে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না , অন্যদিকে পলিটিশিয়ান শব্দটির এক সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা ভবিষ্যতের পেনশনের জন্য এই শ্রেণী তৈরি করছেন।
শেক্সপিয়ারের ভাষাতেই যদি এ আলোচনায় রাশ টানা যায়, তাহলে আমরা দেখব অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব তার মধ্যে জন্ম দিচ্ছে অহমিকার দুর্নীতির এবং নিজের যারা ইয়েস ম্যান তাদের নিয়েই নিজের ছোট বৃত্ত রচনা করে শাসন করার ইচ্ছা। যার প্রতিফলন আমরা "উত্তরবঙ্গ লবি"র বর্তমানে কুখ্যাত সব নাম গুলির এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে রাজ্যের সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চলা মেডিকেল কলেজগুলির বুকে বিভিন্ন আসর বসানোর ঘটনাগুলি থেকে। আর কিছু মানুষ জন্মাচ্ছেন তার পিতৃ পরিচয় বা পারিবারিক পরিচয় নিয়ে, যাকে ছোট থেকেই তার চারপাশের মানুষজনকে নেতার বংশের আগামীর নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তারই প্রতিফলন এলাকার যোগ্যদের থেকে কম যোগ্য হয়েও তারাই বিবেচিত হচ্ছে বিভিন্ন পদপ্রার্থী ও রাজনৈতিক মঞ্চগুলিতে অর্থাৎ লড়াইয়ের ময়দানে ভোটে টিকিট পাওয়ার প্রবনতা দেখে। এই তৃতীয় দল অর্থাৎ যারা দায়িত্ব নিয়ে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠছে, এই শ্রেণী আস্তে অতি বিরল শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন করে উঠে আসা রাজনীতির মুখের বড়ই অভাব অথচ আমরা সকলেই জানি, রাজনীতিতে ময়দান সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও, এখানে মহত্ব প্রাপ্তি ঘটলে জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হন রাজনীতিবিদ।

***মতামত লেখকের নিজস্ব

রান্নায় পুরুষ

ওয়াসিম পারভেজ

প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। তদানীন্তন লখনউ-এর নবাব ওয়াজিদের (যতদূর সম্ভব আসাফ-উদ-দৌলা) খাদ্যাভাসে ভীষণ রকম মাংস-প্রীতি ছিল। বিশেষত, খাসির মাংস ছিল তাঁর পছন্দের তালিকার প্রথমে। কিন্তু বয়সকালে দাঁতের সমস্যা জনিত কারণে নধর খাসির সুস্বাদু শাঁসালো মাংস দাঁতে চিবিয়ে খাওয়া তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। নবাবের খাদ্য তালিকায় থাকা প্রিয় মাংস না খেতে পারার যন্ত্রণার কথা খানসামা -বাবুর্চিদের কাছে পৌঁছে গেল। নবাবের রসুইখানার বাবুর্চিরা উঠে পড়ে লাগলেন নবাবের খাদ্যোপযোগী বিশেষ ধরনের এক কাবাব তৈরির জন্য। অনেক প্রচেষ্টার শেষে, মাংসের সাথে শতাধিক মসলার সংমিশ্রণে তৈরি হলো সেই বিশেষ ধরনের কাবাব, যা মুখে দিলেই মিশে যায়। এবং তার জন্য মুখের কোনও পেশি সঞ্চালনের প্রয়োজনও পড়ে না। গলায় গেলেই মিলিয়ে যায় বলে এর নাম হলো "গলৌটি কাবাব"। তৃপ্ত হল খাদ্যরসিক নবাবের রসনা । নবাবি খায়েশ বলে কথা !
একবার এক নবাবের শখ হল তিনি তার ভাতের মধ্যে রত্নচ্ছটা দেখতে চান। তাই বলে তো, রত্ন-সহ ভাত খাওয়া চলে না! সে কারণে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবিষ্কৃত হলো এক বিশেষ ধরনের চাল। সেই চালের কিছুটা লালাভ, কিছুটা হালকা বাদামি, আবার কিছুটা ধবধবে সাদা। সে চালের ভাত পরিবেশন করার সময় মনে হতো, যেন বিভিন্ন রত্ন সমাহারে সমৃদ্ধ ভাতের রাশি। আর সঠিক অর্থেই সেই চালের নাম হয়ে গেল 'রত্ন ভোগ'।
আবার লখনউ-এর এক নবাবের মর্জি হলো তিনি আস্ত পাখি খাবেন। কিন্তু মুখ-গহ্বরে আস্ত পাখি ঢোকানো কি আর সম্ভব ? শেষে এক বাবুর্চির বুদ্ধিতে হল মুশকিল আসান। বিবিধ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে তৈরি হলো মাংসের এক বিশেষ উপকরণ। প্রায় গলে যাওয়া সেই মাংসের নানাবিধ মসলা মিশিয়ে, তাতে গোবিন্দ ভোগ চালের গুঁড়ো সহযোগে তৈরি করা হলো আঠালো এক মণ্ড। সেই মণ্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের পাখির ছোট ছোট আকৃতি দেওয়া হলো।
তারপর সেগুলোকে খাদ্যোপযোগী করে, পেশ করা হল নবাবের খাবার টেবিলে। পূর্ণ হল নবাবের আস্ত পাখি খাওয়ার বাসনা।
এমন নানা কৌতুহলোদ্দীপক, জানা-অজানা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে রন্ধন প্রণালীর ইতিহাসের বইতে। এবং বহু ক্ষেত্রে সেই প্রণালী বর্ণনার শেষে সাংকেতিকভাবে উহ্য আছে একজন পুরুষ বাবুর্চির নাম। সে কারণে নতুন নতুন রন্ধন প্রণালী উদ্ভাবনে পুরুষের ভূমিকা, অস্বীকার করার কোনও উপায়

হাওয়া বদল

শংকর সাহা

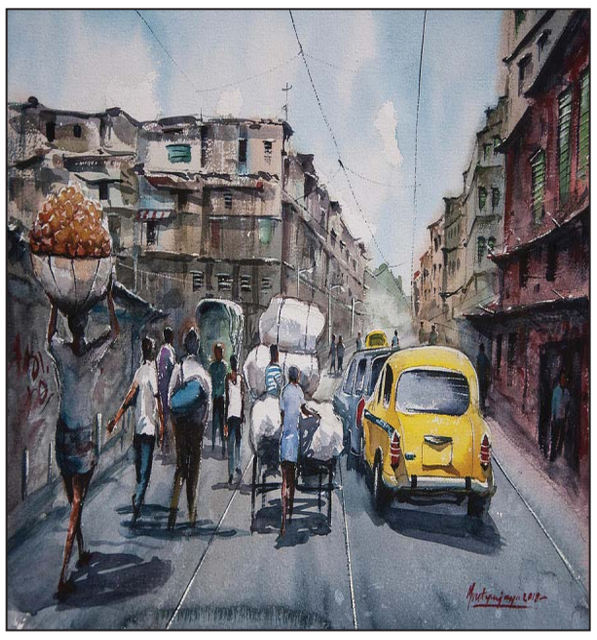

অণুগল্প

প্রায় স্বপ্ন দেখতো নিখিল যদি লটারিটি বেঁধে যেত তবে রিক্সাটি বেঁচে একটি টোটো কিনবে সে। এই যুগে ভাঙ্গা রিক্সায় আর যে কেউ উঠতে চায়না। আগে দিনের শেষে শ'চারেক টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতো সে আর এখন শ'খানেক টাকা রোজকার করতেই মাথার ঘাম পায়ে এসে পড়ে।
সেদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিখিল একমনে লটারির ছেলেটির কাছ থেকে বেছে বেছে লটারির টিকিটগুলো খুঁজছে এমন সময় পাড়ার সতীশমাস্টার পাশ থেকে ডেকে বলে,
" ওহে নিখিল, কি এতো মনোযোগ দিয়ে খুঁজছো?"
" ও কিছু না মাস্টারমশাই।"
"লটারির টিকিট কাটছো বুঝি?" নিখিল বড়ই লজ্জিত বোধ করে। সেদিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে না নামতেই নিখিল বাড়ি ফিরে আসে। উঠোন থেকে সজোরে ডাকতে থাকে স্ত্রীকে," ও পল্টুর মা,কোথায় গেলে সব।আমায় একগ্লাস জল দাওতো? বড্ড যে গরম পড়েছে আজ।"
স্ত্রীর হাত থেকে জলের গ্লাসটি নিয়ে বারান্দায় বসে পড়ে নিখিল। বারে বারে নজরে পড়ে পকেটে রাখা লটারির দিকে।"
সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে সে। পকেটে যত্নে রাখা সেই লটারিটি।শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে স্ত্রীকে ডেকে বলে, " জানো পল্টুর মা আজকাল লোকে আর এই ভাঙ্গা রিক্সায় উঠতে চায়না। যদি একটি টোটো কিনতে পারতাম....!!
"টোটো...!সে তো অনেক টাকা গো!আমরা গরীব মানুষ এতো টাকা পাবো কোথায়? এগুলো না ভেবে ঘুমিয়ে পড়ো এখন"
স্ত্রীর কথায় নিখিল পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে আর বড় রঙীন স্বপ্ন চোখে ভাসে তার। যদি লটারিটা....!
ভোরের আলো এসে পড়ে নিখিলের উঠোনে। গোয়াল ঘর থেকে বাছুরগুলো সজোরে ডাকতে থাকে।হঠাতই স্ত্রী এসে নিখিলকে ডাকতে থাকে, " ওঠো তাড়াতাড়ি।কে যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন। বলছেন স্টেশনে যাবেন।"
সজোরে উঠে বসে নিখিল। জানালার ফাঁক দিয়ে মুখে এসে রোদটি পড়ে তার। নিখিল বুঝতে পারে সে যেন বাস্তবে দাঁড়িয়ে আছে। তখনো পকেটে সযত্নে রাখা লটারির টিকিটটি...

কালো জাদু

ইমদাদুল ইসলাম

যদি কালো জাদু বলে ভাঙতে কারো পাঁজর
যদি বলে কারো উন্নতির বাধা অন্য কেউ
হয়তো বা কোনো নিষ্পাপ ক্ষুদ্র বালক
আজকে আমরা মেনে নিব কি?
সাঙ্গ করব ওই নিষ্পাপ বালকের ভবলীলা?
শানাব খাঁড়া করতে তার শিরচ্ছেদ?
রাঙাব তা কচি কাঁচার রুধিরে?
হায়রে ধর্মতন্ত্র ভণ্ড তান্ত্রিকের নিদান!
ধর্ম হয়তো কখনোই এমন বলেনা!
এমন খেলা দেখিনি কোথাও
দেখেছি শুধু আমার সভ্য ভূখণ্ডে!
যে ভুখণ্ডের মানুষ বড়াই করে মস্ত
তারা নাকি আদি শালীন শিক্ষিত
আবিষ্কারক শূন্য সহ শল্য-চিকিৎসার!
স্বার্থক গবেষণা চালায় মহাকাশে!
যারা নাকি ভাবে গড়বে এক স্বর্গ-সাম্রাজ্য
কিন্তু অন্তরে সংশয় জাগে
হ্যাঁ অনেক বড় সংশয়!
জানিনা তথাকথিত স্বর্গ সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে কবে
সেদিন হয়তো প্রবাহিত হবে আরও কত না শোণিত!

আরজিকর

মোঃ ইজাজ আহামেদ

উদাসী শরৎ
মন খারাপী দিন পরে আছে ধূসর পোশাক
আকাশের কাজল চোখে অশ্রু
চাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে অবিরত
আরজিকর কাণ্ডে দুঃখিত শরৎ
দুঃখী জনগণ
জুনিয়ার ডাক্তারদের মুখে বজ্রপাত
তারা বুকে সুর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
অসহায় আরজিকর
শয়তান তোমার শরীরে নরকের কবর বানিয়ে গেছে
বলো আমি নরকের আগুনের চেন দিয়ে তোমাকে বাঁধবো
বলো আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না
আমি মৃত্যুর কন্যা।

ছড়া-ছড়ি

মাগো আমায় বলতে পারো

নূর আহম্মদ খন্দকার

মাগো আমায় বলতে পারো
দেশের একি হাল?
রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি
শেষ হয়ে যায় চাল।
কৃষক যারা ফসল ফলায়
অনাহারে মরে -
শেঠ মহাজন ফড়ে যারা
তাদের ভুঁড়ি ভরে।
দেশের জন্য করছে যারা
নিজের রক্ত দান
না খেয়ে আজ মরছে দেখ
তাদেরই সন্তান।
মোদের দেশে বেকার এত
বাড়ছে কেন বেড়ে?
কারা তাদের সুখের খাবার
নিচ্ছে কেন কেড়ে?
এতগুলো প্রশ্নের যেন
উত্তর আমি পাই -
এবার আমি লেখা শেষ করলাম
আসুন সবাই উত্তর চাই।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

হাবিবুল আলাম

বীর সিংহের বিদ্যাসাগর
দেয়ার সাগরও তুমি
তোমার জন্মে ধন্য হল
মোদের এ বঙ্গভূমি।
১৮২০ সনের ২৬ শে সেপ্টেম্বরে
জন্ম নিলে এই দেশের
দরিদ্র এক ঘরে।
ধন্য এই বঙ্গমাতা
ধন্য দেবী ভগবতী
তোমায় জন্মে জাগাল দেশে
শিক্ষার নব জ্যোতি।
ছিলাম আমারা শিক্ষার
গভীর অন্ধকারে
শিক্ষার দ্বীপ জ্বালালে তুমি
সবার মনের মাঝে।

শরৎ এলে

শেখ সিরাজ

আকাশ জুড়ে নীল চাঁদোয়া
সাদা মেঘের সাজ,
কাশের বনে রোদের ঝিলিক
শিউলি কারুকাজ।
শরৎ এলে নতুন সাজে
উঠলো মেতে দেশ,
ছড়িয়ে পড়ে পুজোর আমেজ
মনটা নাচে বেশ।
কাজ পড়েছে কুমোর পাড়ায়
খড় কাদা বাঁশ নিয়ে,
মূর্তি গড়ে সাজিয়ে দেবে
রঙের তুলি দিয়ে।
নতুন নতুন পোশাক পরে
শিশুর মুখে হাসি ,
শরৎ তোমায় বরণ করি
তোমায় ভালোবাসি।

চেয়ে থাকা

মিরাজুল সেখ

বহুদিন কথা হয়নি দেখা হয়নি
কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছি
ওই চলার পথে ---
আবার আঁধারেও খুঁজেছি
চাঁদ মুখ মুক্ত হাসি ।
যদি এক পলসার বৃষ্টি হয়ে
ঝরে পড়ে উঠোনে
আলতার রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায়
হৃদয় ভূমি ------
মৃদু বাতাসে উড়ন্ত চুলে
পাখি হয়ে এসে বস
ছাদের কার্নিশে
বেলা অবেলায় তাই চেয়েথাকা ।

বাঁচার ইচ্ছা মরে যায়

শিখা খাতুন

বাঁচার ইচ্ছা মরে যায়
দেখে অকালে মৃত্যুর গতি,
জীবনের কোনোরকম গ্যারান্টি নাই
প্রশ্ন তুলি বিধাতার প্রতি।
এপার বাংলায় ধর্ষণ করে হত্যার বিনিময়ে পাওয়া যায় টাকা!
আর ওপার বাংলায় ভাতের বিনিময়ে প্রাণ।
বিচার চেয়ে চেয়ে গলা ফেটে যায় তবুও পাইনা বিধান।
মেয়ে শাসিকার রাজ্যে মেয়েই নাই নিরাপত্তায়,
আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলিম...
হিন্দু মুসলিমে ঝামেলা করে যারা,
গর্ভ করে নিজ নিজ ধর্মে আর লোক দেখানো
আপন ভাবে নিজ ধর্মেরই মানুষকে,
তবে কেন মুসলিম হয়ে মুসলিম কে পিটিয়ে মারে?
আর হিন্দু হয়ে ধর্ষণ করে টিপে মারে নিজ ধর্মেরই মেয়েকে?
কবে তারা ভয় পাবে ধর্ষণে, ভয় পাবে হত্যায়,
ভয়পাবে অন্যায় মূলক কাজ করতে?
কি করলে তারা শান্ত হবে?
ফিরবে মনুষ্যত্বে!
ধর্মের দোহাই দিয়ে করো না দাঙ্গা,
বাঁচ মানুষ হয়ে মানুষের পাশে।
এ জীবন দুদিনের,
একদিন জন্ম তো
একদিন মৃত্যু হবে অবশেষে!

সেই জাম গাছটি

রমি রেজা

শরতের সেই মেঘকে ঘিরে
স্বপ্নকে ভরাট করেছিলাম আমরা দুজনে।
গোধূলি লগ্নতে যখন রাখালে
কালো মোষগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে
তবুও তো ছিলাম আমরা দুজনে তে
দাঁড়িয়ে চাওড়া জামগাছটির নিচে তে।
তারপর কেমন জানি অন্ধকার এলো
তুমি বললে-"আমায় বাড়ি নিয়ে চলো"।
বাঁশ গাছটির নিচ দিয়ে,
সরু ধানক্ষেতের আল দিয়ে,
গেলাম আমরা আস্তে আস্তে
অস্তাচলের ওই সুদূর পানেতে ।
তারপর আর হয়নিকো দেখা
সেই জাম গাছটির নিচেতে।

নেইমার ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা ব্রাজিলের

আপনজন ডেস্ক: ভুলে যাওয়ার মতো এক সময় পার করছে ব্রাজিলের ফুটবল। ভালো সময় হুটহাট উঁকি দিলেও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না দলটি। কাতার বিশ্বকাপে শুরু হওয়া দুঃসময় কাটেনি।

কোপা আমেরিকায় ব্যর্থতার পর বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ম্যাচ হেরেছে দরিভাল জুনিয়রের দল। সর্বশেষ চলতি মাসে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ হেরেছে ব্রাজিল।

পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকায়ও বেশ পিছিয়ে।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ৮ ম্যাচে মাত্র ১০ পয়েন্ট নিয়ে ৫ নম্বরে আছে ব্রাজিল। শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার চেয়ে ৮ পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে আছে তারা।

দলের এমন পরিস্থিতিতে সবাই তাকিয়ে নেইমারের ফেরার দিকে। ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন গত বছরের অক্টোবর থেকে। তবে ব্রাজিল সমর্থকদের নেইমারকে মাঠে দেখার প্রত্যাশা সম্ভবত এখনই পূরণ হচ্ছে না।

নেইমারের জন্য সবাইকে আরেকটু ধৈর্য ধরতে বলে অক্টোবরের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য দল ঘোষণা করেছেন দরিভাল। কদিন আগে নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কোচ হোর্হে জেসুসও বলেছেন, নেইমার এখনো মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত নন। এবার নেইমারের ফেরা নিয়ে দরিভাল বলেছেন, 'আমরা জানি সে আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তার অপেক্ষায় আছি। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সে অক্টোবর, নভেম্বর বা ফেব্রুয়ারিতে ফিরবে কি না, সেটা কোনো ব্যাপার না। তাকে আত্মবিশ্বাসী এবং পুরোপুরি ফিট হতে হবে।'

এদিকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ঘোষিত দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনা উইঙ্গার রাফিনিয়া এবং আর্সেনাল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। আক্রমণভাগে অন্যদের মধ্যে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও এনদ্রিক। পরিচিত এই মুখগুলোর সঙ্গে দরিভাল দলে ডেকেছেন দুই নতুন মুখকেও। একজন হচ্ছে ফরাসি ক্লাব লিওঁতে খেলা আবনের এবং অন্যজন বোটাফোগোর ফরোয়ার্ড ইগর জেসুস।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে আগামী ১১ অক্টোবর সকাল ৬টায় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ব্রাজিল পরের ম্যাচটি খেলবে ১৬ অক্টোবর সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে। সেই ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষে পেরু। এই দুই ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিল ছন্দে ফিরতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ব্রাজিল স্কোয়াড

গোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, এদেরসন।

রক্ষণভাগ: দানিলো, আবনের, ভ্যান্ডারসন, গিলের্মো আরানা, ব্রেমার, এদের মিলিতাও, গাব্রিয়েল মাগলায়েস, মার্কিনিওস।

মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, ব্রুনো গিমারেস, গারসন, লুকাস পাকেতা।

আক্রমণভাগ: রদ্রিগো, এনদ্রিক, লুইস হেনরিক, সাভিনিও, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ইগর জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, রাফিনিয়া।

৬ বছর পর ইনিংস হারের আশঙ্কা নিউজিল্যান্ডের

আপনজন ডেস্ক: ২০১৮ সালের পর প্রথমবার ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কা নিয়ে গলে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টিতে আগেভাগেই শেষে হওয়া দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৯৯ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কাকে আবারও ব্যাটিংয়ে নামাতে আরও ৩১৫ রান দরকার সফরকারীদের। কাল কঠিন সেই কাজটা করতে নামবেন অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ৭৮ রান যোগ করা টম ব্লান্ডেল (৪৭*) ও গ্লেন ফিলিপস (৩২*)।

গতকাল ৬০২ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল শ্রীলঙ্কা। নিউজিল্যান্ড দিনটা শেষ করেছিল ২ উইকেটে ২২ রান নিয়ে। আজ লাঞ্চের আগেই আর মাত্র ৬৬ রান যোগ করেই ৮৮ রানে অলআউট নিউজিল্যান্ড। টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই প্রথম ১০০ রানের কমে অলআউট হলো কিউইরা। শ্রীলঙ্কা এর আগে নিউজিল্যান্ডকে সর্বনিম্ন ১০২ রানে অলআউট করেছিল ১৯৯২ সালে।

প্রতিপক্ষকে ৮৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৫১৪ রানের লিড পায় লঙ্কানরা। টেস্টে ইতিহাসে প্রথম ইনিংসে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ লিড। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৭০২ রানের লিড পেয়েছিল ইংল্যান্ড।

নিউজিল্যান্ডকে এমন রেকর্ডে চাপা দেওয়ার পর নিজেরা আবারও ব্যাটিংয়ের নামেনি শ্রীলঙ্কা। তাতে ২০২৪ সালে প্রথমবার কোনো দলকে ফলো অন করতে দেখে টেস্ট ক্রিকেট।

ফলো করতে নেমে নিউজিল্যান্ড প্রথম ওভারে কোনো রান করার আগেই হারিয়ে ফেলে ওপেনার টম ল্যাথামকে। অভিষিক্ত অফ স্পিনার নিশান পেইরিস নিয়েছেন উইকেটটি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ৯৭ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে ও কেইন উইলিয়ামসন। ৪ ওভারের মধ্যে ১৩ রানের ব্যবধানে বিদায় নেন দুজন। কনওয়ে ৬২ বলে ৬১ ও উইলিয়ামসন ৫৮ বলে করেন ৪৬ রান। এই দুজনের বিদায়ের পর ড্যারিল মিচেল ও রাচিন রবীন্দ্রও ফেরেন অল্পতে। তাতে ৮ ওভারের ব্যবধানেই ১ উইকেটে ৯৭ থেকে ৫ উইকেটে ১২১ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। এরপর ব্লান্ডেল ও ফিলিপসের প্রতিরোধ। টিকে থাকতে পাল্টা আক্রমণই বেছে নেন দুজন। উইকেটকিপার ব্লান্ডেল ৪৭ করেছেন ৫০ বলে, ফিলিপস ৪১ বলে করেছেন ৩২ রান। দুজনেই মেরেছেন ২টি করে ছক্কা।

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নিয়েছেন পেইরিস। প্রথম ইনিংসেও ৩ উইকেট পেয়েছিলেন এই অফ স্পিনার। তবে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ৮৮ রানে অলআউট করায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা প্রবাত জয়াসুরিয়ার। বাঁহাতি স্পিনার ৪২ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ১৬ টেস্টের ক্যারিয়ারে নবমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেন জয়াসুরিয়া।

নিউজিল্যান্ড ২০১৮ সালের নভেম্বরে দুবাই টেস্টে পাকিস্তানের কাছে ইনিংস ও ১৬ রানে হেরেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা: ৬০২/৫ ডি.।

নিউজিল্যান্ড: ৩৯.৫ ওভারে ৮৮ (স্যান্টনার ২৯; জয়াসুরিয়া ৬/৪২, পেইরিস ৩/৩৩) ও ৪১ ওভারে ১৯৯/৫ (কনওয়ে ৬১, ব্লান্ডেল ৪৭*, উইলিয়ামসন ৪৬, ফিলিপস ৩২*; পেইরিস ৩/৯১)। (তৃতীয় দিন শেষে)

টানা তৃতীয় হারে সমালোচনার মুখে ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস

মারুফা খাতুন

আপনজন: টানা তৃতীয় হারের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদরাত সমালোচনার মুখে। ইস্টবেঙ্গল এফসির প্রধান কোচ কার্লেস কুয়াদরত এর উপর চাপ বাড়ছে। কারণ দলটি এখন আই এস এল মরসুমে টানা তিনটি হারের মুখোমুখি হয়েছে। এই মুহূর্তে দলটি পয়েন্ট টেবিলের শেষ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কুয়াদরত জানান যে এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, এই পরিস্থিতিতে কোন কিছুই আমাদের পক্ষে যাচ্ছে না। আর ফুটবলে এটা হামেশাই ঘটে। এখনো পর্যন্ত আইএসএল-এ আমরা ম্যাচ থেকে অন্তত একটি পয়েন্ট পাওয়ার জন্য লড়াই করে চলেছি, কিন্তু তা হচ্ছে না। ২০২৩ সালে কুয়াদরত ইস্টবেঙ্গল দলে যোগ দেন এবং সুপার কাপ শিরোপা ও ডুরান্ড কাপে রানার্সআপ ফিনিশিং-এ নেতৃত্ব দেন তিনি। তরুণ খেলোয়াড়দের সাথে আমাদের দীর্ঘ চুক্তি রয়েছে এবং তরুণ খেলোয়াড়রা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। এই মুহূর্তে এই পরিস্থিতি নিয়ে আমরা হতাশাবোধ করছি আর তার ফলে ভক্তরাও খানিকটা অসন্তুষ্ট। তবে আমরা জানি সমর্থকরা খেলোয়াড়দের এবং ক্লাবের রংকে ভালোবাসে এবং সব সময়ের মতো ক্লাবকে সমর্থন করবে।

'কোহলি'কে দেখতে কিশোর ভক্ত ৫৮ কিমি পাড়ি দিল সাইকেলে

আপনজন ডেস্ক: 'কিং কোহলির' জনপ্রিয়তার আবার এক নিদর্শন পাওয়া গেল, যা এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় করে দিয়েছে। বিরাট কোহলির জনপ্রিয়তা নিয়ে কারোরই অজানা নয়। আর সেই কোহলির-ই ১৫ বছর বয়সী এক বিরাট ভক্ত তার প্রিয় তারকার খেলা দেখার জন্য ৫৮ কিলোমিটার সাইকেলে ভ্রমণ করেছে। গ্রীন পার্কে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার বর্তমান দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় তার জনপ্রিয় খেলোয়াড়কে দেখতে তরুণ ছেলেটি উন্নাও থেকে কানপুর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে কার্তিকেয় নামে ছোট একটি ছেলেকে দেখা গেছে, যে শেয়ার করেছে যে সে অন্ধকারে ভোর চারটায় তার যাত্রা শুরু করে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ১১ টায় স্টেডিয়ামে পৌঁছায়। কার্তিকেয় দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা-মায়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায় যে তারা তাকে স্বাধীনভাবে যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনে কার্তিকেয়র ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়, কারণ রোহিত শর্মা টসে জিতে প্রথমে বল করা সিদ্ধান্ত নেন মেঘলা আবহাওয়ার জন্য। ছোট্ট বাচ্চাটির সাথে সাথে আমরা যারা বিরাটের ভক্ত রয়েছি সকলেই আশা রাখছি ও প্রার্থনা করছি ছোট্ট বাচ্চাটি ঠিক তার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে।

৪০ বছর বয়সেও রোনাল্ডো এখনও গোলমেশিনের ভূমিকায়

আপনজন ডেস্ক: ৩৯ পেরিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর বয়স এখন ৪০ ছুঁই ছুঁই (৩৯ বছর ৭ মাস ২৩ দিন)। এর অনেক আগেই ফুটবলাররা সাধারণত বুট তুলে রাখেন। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তেমন নন আর ব্যক্তিক্রম বলেই তো তিনি রোনাল্ডো। এখনো শীর্ষস্তরের ফুটবলে পর্তুগিজ কিংবদন্তি আলোচিত। তবে শুধু আলোচনায় থাকছেন বললেও বোধ হয় সবটা বলা হয় না। ম্যাচের পর ম্যাচে গোলও করে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সর্বশেষ গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ওয়াহদার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন আল নাসর তারকা রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে রোনাল্ডোর গোল এখন ৫ ম্যাচে ৪টি। লিগে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচের ৪টিতেই গোল পেয়েছেন আল নাসর তারকা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আল নাসরের হয়ে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা এখন ৭ ম্যাচে ৬টি। গতকাল রাতের গোলে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ এ মহাতারকা এখন ৪টি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে ৭০ বা তার বেশি গোল করার কীর্তি গড়লেন। গোলগুলো তিনি করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস এবং আল নাসরের হয়ে। ২০২৪ সাল বিবেচনায় নিলে রোনাল্ডোর পারফরম্যান্স আরও ক্ষুরধার। এ বছর ৩৬ ম্যাচে রোনাল্ডো গোল করেছেন ৩০টি, সঙ্গে আছে ৫ গোলে সহায়তাও। এ বছর রোনাল্ডো সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ৩১৩৭ মিনিট।

ম্যাচপ্রতি করেছেন ০.৮৩ গোল। আর মিনিট হিসাবে প্রতি ১০৪.৬ মিনিটে একটি করে গোল করেছেন 'সিআর সেভেন'। যেখানে আছে ৩টি হ্যাটট্রিকও। এ বছর লিওনেল মেসির সঙ্গে তুলনা করলেও এগিয়ে থাকবেন রোনাল্ডো।

চোটজর্জর মেসি এ বছর ২৫ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ১৯টি এবং গোলে সহায়তা ১৪টি। ম্যাচপ্রতি গোলেও রোনাল্ডোর চেয়ে পিছিয়ে মেসি (০.৭৬)। মিনিটপ্রতি গোলের হিসাবেও রোনাল্ডোর চেয়ে পিছিয়ে আছেন ইন্টার মায়ামি ফরোয়ার্ড (১০৬.৫ মিনিট)। এ বছর রোনাল্ডোর ৩ হ্যাটট্রিকের বিপরীতে মেসির কোনো হ্যাটট্রিক নেই। চলতি বছর রোনাল্ডোর করা ৩০ গোলেও বৈচিত্র্যও আছে বেশ। ৫টি গোল তিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে। ফ্রি-কিক থেকে করেছেন ৩ গোল। বক্সের বাইরে থেকে ১ গোল করলেও বক্সের ভেতর থেকে করেছেন ২১ গোল। ডান পায়ে ২০ গোল করার পাশাপাশি বাঁ পায়েও করেছেন ৬ গোল। আর বাকি ৪ গোল করেছেন হেডে। গোল করায় বৈচিত্র্যতা এবং লড়াকু মানসিকতা পড়ন্ত বেলায়ও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে রোনাল্ডোকে। এখনো রোনাল্ডোর পায়ে বল মানে দারুণ কিছুর সম্ভাবনা। এ নৈপুণ্যে রোনাল্ডো আরও কত দিন টেনে নিয়ে নিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

আম্পায়ারিংয়ে অবসর আলিম দারের

আপনজন ডেস্ক: পেশাদার আম্পায়ার হিসেবে ২৫ বছরের পথচলা শেষ হচ্ছে পাকিস্তানের আলিম দারের। দেশটির চলতি ঘরোয়া মৌসুম শেষে সব ধরনের ক্রিকেট আম্পায়ারিং থেকে অবসরে যাবেন ক্রিকেট বিশ্বে জনপ্রিয় এই আম্পায়ার। গত বছরের মার্চে আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার পদ থেকে অব্যাহতি নেন আলিম। তবে আন্তর্জাতিক প্যানেলে থাকায় ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ ছিল ৫৬ বছর বয়সী এই আম্পায়ারের। চলতি বছর পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দেখা যায় তাকে। আম্পায়ার হিসেবে আলিম দার উঠেছেন ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ স্থানে। ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার আইসিসির বর্ষসেরা আম্পায়ার হন তিনি। ২০০২ সালে আইসিসির এলিট প্যানেল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রথম আম্পায়ার হিসেবে সেখানে জায়গা করে নেন দার। ক্যারিয়ারে চারটি বিশ্বকাপ ফাইনাল এবং রেকর্ড গড়ে ১৪৫ টেস্ট ও ২২২টি ওয়ানডে পরিচালনা করেছেন আলিম। ক্যারিয়ারের ইতি টানা প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে আলিম দার বলেন, 'প্রায় ২৫ বছর ধরে আম্পায়ারিং আমার জীবন। এই প্রজন্মের কিছু গ্রেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে কিছু আইকনিক ম্যাচ পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছি। 'আম্পায়ারিংয়ে আসার আগে খেলোয়াড়ি জীবে একজন লেগস্পিনার আলিম। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১৭টি প্রথম শ্রেণির এবং ১৮টি লিস্ট-এ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে কায়েদে আজম ট্রফিতে আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয় দারের।

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে সরফরাজের ভাই মুশির

আপনজন ডেস্ক: বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় ছিলেন মুশির খান। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল থেকে দেশের বিভিন্ন ঘরোয়া টুর্নামেন্টে একের পর এক দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন ভারতের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলা সরফরাজ খানের ছোট ভাই। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় আপাতত থামতে হচ্ছে মুশিরকে। ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে মুশির। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। দুর্ঘটনার খবর জানালেও কীভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন মুশির, আঘাত কতটা গুরুতর, সেটা জানাতে পারেনি টাইমস অব ইন্ডিয়া। তবে তাদের দাবি, ইরানি কাপ ও রঞ্জি ট্রফির প্রথম কয়েক রাউন্ডে দেখা যাবে না মুশিরকে। ভারতের আরেকটি সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস তাক জানিয়েছে, ঘাড়ে চোট পেয়েছেন মুশির। তাদের দাবি, এই চোটে ৬ সপ্তাহ থেকে ৩ মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে মুশিরকে। স্পোর্টস তাক-কে একটি সূত্র বলেছে, 'দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি। গাড়িটি রাস্তায় ৪ থেকে ৫ বার উল্টে গেছে, এ কারণেই মুশির গুরুতর চোট পেয়েছে।' টাইমস অব ইন্ডিয়াও একটি সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'ইরানি কাপের জন্য দলের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাননি মুশির। আজমগড় থেকে সম্ভবত সে তার বাবার সঙ্গে ভ্রমণ করছিল। সেখানেই দুর্ঘটনা ঘটে।' মুশির সম্প্রতি দুলীপ ট্রফিতে দুর্দান্ত ভারত 'বি' দলের হয়ে ১৮১ রানের ইনিংস খেলেছেন। এর আগে চলতি বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে করেছেন দুটি সেঞ্চুরি। এরপর রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, সেমিফাইনালে ফিফটির পর ফাইনালে আবার করেছেন সেঞ্চুরি। এমন পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন মুশির।

বৃষ্টিতে পণ্ড কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টি না থামায় কানপুর টেস্টে দ্বিতীয় দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে খেলা শুরু হতে পারেনি। ফলে হতে পারল না এক বলও।

দুপুর দুটো নাগাদ খেলাটি আজকের মতো পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। রাতভর বৃষ্টির পর সকালে ছিল একই পরিস্থিতি। দুপুরে বৃষ্টি থামলেও আকাশ ছিলো ঘন কালো। মাঠ প্রস্তুত করে খেলা শুরুর অবস্থা করা যায়নি। পরে আরেক দফা হালকা বৃষ্টি নামলে পরিত্যক্ত হয়ে যায় দিনের খেলা। প্রথম দিনেও বৃষ্টির কারণে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হতে পেরেছে। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা বাংলাদেশের রান ছিল ৩ উইকেটে ১০৭।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**